NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ মানুষের মতামতকে সামনে রেখে তৈরি এই বাজেট, দাবি শমীকের

আচমকা পরিদর্শনে পুরমন্ত্রী, দখলদারি ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে কড়া বার্তা ৩

কলকাতা ২৩ জুন ২০২৬ ৯ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.06.2026, Vol.19, Issue No. 370, 8 Pages, Price 3.00

২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি, এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ

স্বপন-তরু শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পালাবদলের দেড় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করল বিজেপি সরকার। সোমবার বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাকি আট মাসের জন্য ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন। বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই তিনি জানান, 'জাগরিত শক্তির প্রেরণায়' এই বাজেট তৈরি হয়েছে এবং এর মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সুশাসন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার সমন্বয়ে 'বিকশিত বাংলা' গড়ে তোলা।

রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। কারণ, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ডিএ সমস্যা সমাধান, শিল্পায়ন এবং সামাজিক প্রকল্পগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলা। বাজেটে সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা স্পষ্ট।

সবচেয়ে বড় ঘোষণাগুলির মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই ডিএ কার্যকর হবে। ফলে বর্তমানে ১৮ শতাংশ ডিএ-এর সঙ্গে আরও ২০ শতাংশ যুক্ত হয়ে মোট ডিএ পৌঁছবে ৩৮ শতাংশে। একইসঙ্গে রাজ্যের পেনশনভোগীরাও অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন। শুধু তাই নয় বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামীতে রাজ্যের কর্মচারীরাও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে ডিএ নিয়ে যে আন্দোলন, আদালত পর্ব এবং রাজনৈতিক বিতর্ক চলছিল, তার প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বড় বাজি ধরেছে সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য এক লাফে ৩৬ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সুরক্ষা এবং সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে আরও শক্তিশালী করতেই এই বিপুল বরাদ্দ বলে সরকারের দাবি। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আগের সব সামাজিক প্রকল্প চালু থাকবে। তবে প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনা হবে।

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্যও বড় ঘোষণা রয়েছে বাজেটে। আগামী দিনে এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে সরকার। এর মধ্যে ২০ হাজার পদ পুলিশ বিভাগে এবং ৫০ হাজার পদ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ব্যবহৃত হবে। বাকি পদগুলি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পূরণ করা হবে। মোট নিয়োগের ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্নিবীরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড় আগামী দু'বছর বজায় রাখার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামো গঠনের লক্ষ্যে বিধায়ক তহবিলও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। এতদিন একজন বিধায়ক বছরে ৭০ লক্ষ টাকা পেতেন। এবার সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় রাস্তা, আলো, পানীয় জল, কমিউনিটি পরিকাঠামো-সহ ছোট ও মাঝারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গতি আসবে বলে মনে করছে সরকার।

তবে জনমুখী ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বাস্তব ছবিও তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট ঋণের পরিমাণ ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৯১ কোটি টাকা। এই বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে সরকারকে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখানেই।

বাংলার বিকাশে

- ৩৮% ডিএ, মিলবে অক্টোবর থেকে
- ১ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ, ৩৩% মহিলা সংরক্ষণ
- পুলিশে ২০ হাজার নিয়োগ, ৫০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ
- বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি
- সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশের পারিশ্রমিক ২ হাজার বৃদ্ধি
- এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্রদের ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি
- অন্নপূর্ণা যোজনায় বরাদ্দ ৩৬ হাজার কোটি
- বিধায়ক তহবিলে অর্থ ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি
- অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতনবৃদ্ধি
- দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়িতে মেট্রো, পুরুলিয়া, মালদহে বিমানবন্দর
- অসমের কাজিরাঙার আদলে চিংড়িঘাটা-নিউটাউন এলিভেটেড করিডর
- ১২০০ কোটি ব্যয়ে ভাগীরথী সেতু
- ময়ূরেশ্বর নদীর উপর ৪ লেনের সেতু
- উত্তরবঙ্গে আইআইটি ও এইমস তৈরি

বাস্তবমুখী বাজেটে উন্নয়নের রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য বাজেটকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী এবং বাস্তবসম্মত বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করাই এই বাজেটের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের পর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, মাত্র দেড় মাসের পুরনো সরকার সীমিত সময়ের মধ্যেই এমন একটি বাজেট পেশ করেছে, যা কর্মসংস্থান, কৃষি, শিল্প, নারীকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি অর্থবর্ষের প্রথম চার মাস 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট'-এর আওতায় চলায় তাঁদের হাতে কার্যত আট মাসের বাজেট তৈরির সুযোগ ছিল। সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটির বেশি টাকার বাজেটে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হারিয়ে যাওয়া গরিমা এবং সময়ের প্রয়োজন, সবকিছুকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তিনটি প্রধান ধারার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, সরকারি ক্ষেত্রে এক লক্ষ নতুন নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০ হাজার পুলিশ, ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক এবং বাকি ৩০ হাজার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়োগ কমিটিতে রাখা হবে না এবং কেন্দ্রীয় লোকসেবা কমিশনের ধাঁচে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১০০ কোটির বেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থানীয় স্তরের অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল গঠন করা হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

'অপসারিত' মমতা, সাসপেন্ড অভিষেক

নয়া কমিটি ঋতর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে দলীয় ক্ষমতার লড়াই সোমবার নতুন মোড় নিল। নিউ টাউনের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকে দলের নতুন জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের ঘোষণা করলেন বিদ্রোহী নেতারা। সেই সিদ্ধান্তের জেরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ হারালেন। যদিও তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়নি বলে দাবি করছেন বিদ্রোহী শিবিরের নেতৃত্বরা।

সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা-সহ ৬০ জন বিধায়ক ও ৭০ জন তৃণমূলের কাউন্সিলর সহ জেলার নেতারা। বৈঠকে তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদ্রোহী নেতৃত্বের দাবি, দলের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় কর্মসমিতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন কমিটি গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল। এদিনের বৈঠকে অরূপ রায়কে দলের নতুন চেয়ারম্যান করা হয়। পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাভেদ খান ও সন্দীপন সাহাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এতদিন যে পদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, সেই পদ থেকেই তিনি কার্যত সরে গেলেন।

সোমবারের বৈঠকের পরে রাজনৈতিক মহলে অভিষেককে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জোর জল্পনা ছড়ায়। তবে বিদ্রোহী শিবিরের নেতারা দাবি করেন, এদিনের বৈঠকে অভিষেক বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও পৃথক শাস্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। নতুন কমিটি গঠনের ফলেই পুরনো সাংগঠনিক পদগুলি আর বহাল থাকছে না। স্বভাবতই অভিষেক বন্দোপাধ্যায় তার পদ থেকে পদচ্যুত হলেন।

যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি কেবল পদ পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছাব্বিশের নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, এদিনের এই পদক্ষেপ সেই সংঘাতকে আরও স্পষ্ট করে দিল। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত অভিষেকের সাংগঠনিক অবস্থান বদলে যাওয়া বড় রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও বিদ্রোহী শিবিরের এই সিদ্ধান্তের সাংগঠনিক ও আইনি বৈধতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

জর্ডন বনাম আলজেরিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৮:৩০)
পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

মিশর-৩ নিউজিল্যান্ড- ১
উরুগুয়ে-২ কেপ ভার্দে- ২

শিন্ডে-সেনায় আরও ৬

■ উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি)-র ন'জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ছ'জন সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিলেন একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনায়। সোমবার মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের উপস্থিতিতে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দলবদলের ঘোষণা করলেন তাঁরা। তাঁদের স্বাগত জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শিন্ডে বলেন, 'ছ'টি বাঘ এখানে এসেছে। তাঁরা সবাই এখন প্রকৃত শিবসেনা পরিবারে যোগ দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রকৃত শিবসেনা পরিবারে স্বাগত জানাই।' ছ'জন সাংসদের দলত্যাগের ফলে লোকসভায় উদ্ধবের দলের শক্তি কমে হল তিন।

ঝলসে মৃত ১৪

■ লখনউয়ের এক কোচিং সেন্টারে আগুন। সোমবার দুপুরে আচমকাই ওই বিল্ডিংয়ে আগুন ধরে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় ওই কোচিং সেন্টারে অনেক পড়ুয়া ছিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ। অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন আদিত্যনাথ। নিহতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

- বিস্তারিত দেশের পাতায়

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

CESC LIMITED

আমরা গর্বিত
কারণ এই তালিকার
সবচেয়ে নীচে
আমাদের নাম আছে

দেশের প্রধান মেট্রো শহরগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির তুলনায় CESC ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ অন্যতম কম গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ-এ সরবরাহ করে। আমাদের বেসিক ট্যারিফ বিগত ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শহর	পরিষেবা	GROSS AVERAGE TARIFF* (₹/kWh)
দিল্লি	NDMC	10.25
আহমেদাবাদ	TPL	9.41
বেঙ্গালুরু	BESCOM	9.14
দিল্লি	TPDDL	8.68
মুম্বাই	BEST	8.31
দিল্লি	BRPL	8.25
মুম্বাই	AEML	7.95
দিল্লি	BYPL	7.95
কলকাতা	CESC	7.91

*বর্তমান গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ ৩১ মে, ২০২৬ অনুসারে। সরকারি ভর্তুকি (যদি থাকে) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

visit: www.cesc.co.in

Follow us on

পদ্মের দখলে প্রথম জেলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার কোনও জেলা পরিষদে বিজেপির বোর্ড গঠিত হল বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তিনি জানান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ এবার থেকে বিজেপি সদস্যদের পরিচালনায় চলবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জেলা পরিষদের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে বামদেব গুছাইতকে সভাধিপতি এবং বাঁসুরি পণ্ডিতকে সহকারী সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। নবনির্বাচিত দুই পদাধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, তাঁদের নেতৃত্বে

পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলে তাঁর বিশ্বাস। পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার কোনও জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন করেছে।' তিনি আরও জানান, জনসেবার প্রতি দায়বদ্ধতা ও উন্নয়নমুখী কাজের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব জেলার সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক জেলা। সেখানে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ বিজেপির হাতে যাওয়া শাসক ও বিরোধী রাজনীতির সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

নতুন বোর্ড গঠনের পর প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের পরিবর্তন আসে, সেদিকেই এখন নজর থাকবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, জনতার সমর্থন নিয়ে উন্নয়নের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে নতুন বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Padam kumar Gandhi Son of Late Hari Kishan Gandhi, resident of DC - 9/12, Fl -D1, Nabanil Appt, Shastri Bagan, Rajarhat Gopalpur (m), Desh Bandhu Nagar, North 24 Paraganas, West Bengal - 700059 do hereby declare that I have changed my name from Padam Kumar Gandhi to Padam Kumar Maheshwari and henceforth I shall be known as Padam Kumar Maheshwari in all purpose, vide affidavit no. H 073676 sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st class, Sealdah on 5th December, 2011 Padam Kumar Maheshwari and Padam Kumar Gandhi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PAPPU KUMAR ROY, son of Rajendar Roy, residing at 297, Panchanna Gram, Tiljala, Kolkata-700039, solemnly affirm and declare in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate Kolkata vide Affidavit No. 1752 dated 18th June 2026 that my correct and actual name is Pappu Kumar Roy But in my daughter's Birth Certificate being no. 0270225 Registration No. I/08/2009/03154 (Old Regn. No. 1513) Dated : 03.03.2009 my name has been recorded as Pappu Roy instead of my correct name Pappu Kumar Roy. That I declared that Pappu Kumar Roy and Pappu Roy are the same and one identical person and I have swear this affidavit for the rectification of my correct name in my daughter's Hospital Discharge Certificate and in her Birth Certificate.

SURNAME CHANGE

I, Sreetama Mondal W/o Sanjay Seal resident at 13B, Jagannath Sur Lane, Kolkata-700006, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from Sreetama Mondal to **Sreetama Mondal Seal** and Henceforth, I shall be known as **"Sreetama Mondal Seal"** instead of "Sreetama Mondal" in all purpose, vide Affidavit No. 57049 shorn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) court at Alipur on 15.06.2026. **Sreetama Mondal Seal** & Sreetama Mondal are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ৯/২০২৫ (সাকসেশান)

দরখাস্তকারি:- শ্রী জহর লাল বাঁসফোর, পিতা - মৃত মতিলাল বাঁসফোর, সাং -৭/৭, ডালহৌসি কুলি লাইন চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২।

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারির পিতা মৃত **মতিলাল বাঁসফোর,** পিতা-মৃত রঙ্গি লাল বাঁসফোর, বিগত ইংরাজীর ২৫/০৩/২০২১ তারিখে সাং ডালহৌসি কুলি লেন চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২২২২ ঠিকানায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানি, চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারির পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রায় ১,১১,৩৬১/- (এক লক্ষ এগারো হাজার তিন শত একষট্টি) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার টোকেন নং – এইচ এম-০৪৮৫ এবং সি আর ই জি নং-১২২৯৬ হইতেছে। তাহা সুদ সহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারি অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

দেও কুমার প্রসাদ (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর আদালত

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

CHANGE OF NAME

I, Mahasina Begum, D/o. Sekh Mohasin & W/o. Saifuddin Molla and Jesmina Khatun D/o. Md Mohsin & also my father Sk. Md. Mahasin, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 18299, dated 19.06.2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10464 নং এফিডেভিট বলে আমি Munshi Nizamuddin & Nizamuddin Munsi ও আমার পিতা Samsuddin Munshi & Samsuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10028 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jagabandhu Santra ও G. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sariful Haque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Jamsed Ali ও Sk Jamsed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 05/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9224 নং এফিডেভিট বলে আমি Tishu Anand Prajapati ও Tishuanand Prajapati S/o. Prabhu Narayan Prajapati সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 14656 নং এফিডেভিট বলে আমি শ্রীমতী শীলা ঘোষ, স্বামী ৺বিশ্বনাথ ঘোষ ওরফে দীপনাথ ঘোষ, সাকিম কনকশালী, ঘটকপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামীর এল.আর. পরচায় (জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল. নং ২১, এল.আর. ১১০/১৭ নং খতিয়ানে, এল.আর. ২২৯৭ নং দাগে) স্বামীর সঠিক নাম বিশ্বনাথ ঘোষ পিতা হরিদাস ঘোষ-এর পরিবর্তে দীপনাথ ঘোষ পিতা হরিপদ এবং আমার স্বামীর উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ যাহা দানপত্র দলিল মূলে আমার পুত্র (শ্রী সঞ্জয় ঘোষ) আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, উক্ত দলিলে (০৬০৩০১২১২/২০২০) আমার নাম শ্রীমত্যা শীলা ঘোষ স্বামী ৺বিশ্বনাথ ঘোষ ওরফে দীপনাথ ঘোষ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার স্বামী বিশ্বনাথ ঘোষ পিতা হরিদাস ঘোষ এবং দীপনাথ ঘোষ পিতা হরিপদ @ হরিপদ ঘোষ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 10/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 13881 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahima Bibi, W/o. Sk Ramjan Ali & D/o. Sk Iyakub Ali, R/o. Takipur, Banshipur, Chopa, Gurap, Hooghly-712308, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (184 Haripal Assembly, Part No. 125, Sl. No. 748, Hooghly,) আমার বিবাহের পরবর্তী নাম Mahima Bibi W/o. Sk Ramjan Ali-এর পরিবর্তে বিবাহের পূর্বের নাম Mahima Khatun D/o. Iyakub Ali লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Mahima Bibi & Mahima Khatun W/o. Sk Ramjan Ali & D/o. Sk Iyakub Ali @ Iyakub Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার প্যান কার্ডে আমার সঠিক জন্ম তারিখ 15/05/1984-এর পরিবর্তে 12/03/1973 লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত এফিডেভিট বলে আমি ভুলগুলি পরিবর্তন করিতে চাই।

গত 15/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 13109 নং এফিডেভিড বলে আমি, Ujjwal Choubey S/o. Bipin Kumar Choubey, সাকিম ১৮৪, শিবতলা স্ট্রীট, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 2007/00937 dated 13.04.2007, D.O.B. 10.04.2007) আমার সঠিক নাম Ujjwal Choubey-এর পরিবর্তে Ujjal Chowbey, আমার পিতার সঠিক নাম Bipin Kumar Choubey-এর পরিবর্তে Bipin Chowbey, আমার মাতার সঠিক নাম Sadhana Choubey-এর পরিবর্তে Sadhana Chowbey লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ujjwal Choubey ও Ujjal Chowbey, আমার পিতা Bipin Kumar Choubey ও Bipin Chowbey, আমার মাতা Sadhana Choubey ও Sadhana Chowbey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

গত 22/05/2026, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে আমি Kunaljeet Singh Roy S/o. Pinaki Singh Roy, R/o. Royal Marina, Block-A, Flat No. 201, 12, Nabapally, Near Water Tank No. 1, Makhla, Uttarpara, Hooghly-712245, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে আমার পিতার সঠিক নাম Pinaki Singh Roy-এর পরিবর্তে Pinaki Singha Roy, আমার মাতার সঠিক নাম Nandita Singh Roy-এর পরিবর্তে Nandita Singha Roy, লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Pinaki Singh Roy ও Pinaki Singha Roy, আমার মাতা Nandita Singh Roy ও Nandita Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্ব সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে , আশীষ বসু, মনোজ কুমার বসু , শিখা দত্ত , প্রণতি বসু, অরিন্দম বসু, অনিন্দিতা চৌধুরী, চুঁচুড়া মনসাতলা নিবাসী ,থানা -চুঁচুড়া .পিন কোড নাম্বার –712103. এরা সকলে 06/03/2026 তারিখে হুগলি ডিএসআর-ওয়ান অফিস রেজিস্ট্রিকৃত–I 2404/2026 শ্রী রাজকুমার বিশ্বাস পিতা পঞ্চানন বিশ্বাস কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমুক্তা নিযুক্ত করেন . আমুক্তা বলে শ্রীমতি লক্ষ্মী বিশ্বাস স্বামী রাজকুমার বিশ্বাস 297 খুশি গলি চুঁচুড়া থানা নিবাসী 17/04/2026 DATE DSR-I অফিসে 5280/26 দলিল মূলে চুঁচুড়া মৌজায় 0.030 acr জমি বিক্রি করে. তপশিলি: জেলা -হুগলি , DSR -1 & ADSR অফিস সদর হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত চুঁচুড়া মৌজা LR খতিয়ান 18781 & 18847 (আশীষ বসু) ,18782 & 18846(মনোজ কুমার বসু) 18783 & 18848 (শিখা দত্ত) 3535 & 18786 (প্রণতি বসু) 18784 & 18849 (অরিন্দম বসু) , 18785 & 18850(অনিন্দিতা চৌধুরী) RS দাগ -8281 , LR দাগ - 9811 , 1 কাঠা 13 ছটাক 40 বর্গফুট জমি. শ্রীমতি লক্ষ্মী বিশ্বাস নিজের নাম প্রত্যয়ন করিবার জন্য মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করিআছেন ইহাতে কাহারো আইন অনুসারে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের হবার এক মাসের মধ্যে অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবেন অন্যথা নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে। .ইতি

আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ২০.১২.২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.- I, উত্তর ২৪ পরগনায় রেজিস্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা যাহা শ্রী রঙ্গলাল রায়, শ্রী বৈদ্যনাথ রায় এবং শ্রী দুলাল রায়ের অনুকূলে নিবন্ধিত হয়েছিল, যার বুক নং–I, বিয়িং নং ১১৪৩৮, বর্ষ ২০১৯। জমিটির পরিমাপ ৫ কাঠা ও জমিটি মৌজা – মাসুন্দা, এল.আর. দাগ নং ২০৪৯, ২০৫১ ও ২০৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৬৬, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনস্থ, ওয়ার্ড নং–০৭, থানা – নিউ ব্যারাকপুর, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত।

উক্ত দলিলটি আমার মক্কেলের হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে।

উক্ত মর্মে গত ১১.০৫.২০২৬ তারিখে আমার মক্কেল শ্রী দুলাল রায়, ঠিকানা – ১৭, জগদীশচন্দ্র বসু রোড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা – ৭০০১২১, কর্তৃক নিউ ব্যারাকপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়রি করিয়াছেন, যার নং ৪৯৪/২৬.

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজিয়া পান, তাহা হইলে নীচের ঠিকানায় দয়া করে ১৫ দিনের মধ্যে ফেরৎ দিন বা জানান, অথবা কোনও দাবি দাওয়া থাকিলে জানাইতে পারেন। তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং–১১ই, ১১তম তলা,
ওলিসা হাউস, ৪, গভর্নমেন্ট প্লেস,
কলকাতা – ৭০০০০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে 1) জামিল আমিন 2) তাসনিম আমিন উভয়ের পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন এরা দুজনে মুসলিম ফারায়েজনামা (608/100/23) বলে পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন মাতা মরহুম জোহরা আমিন ফারায়েজনামা বলে সম্প্রতি প্রাপ্ত হয়েন. জামিল আমিন তাহার ভগিনী তাসনিম আমিন কে বিগত ইংরেজি 04-07-2023 তারিখে জেলা হুগলি DSR -I রেজিস্ট্রি অফিসে 6164/2023 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমোক্তার নিযুক্ত করেন . উক্ত আমোক্তার বলে ন ইংরাজি 09-10-2025 DSR-I চুঁচুড়া হুগলি অফিসে I-9159/2025 বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে , মলিনা মিস্ত্রি স্বামী শ্যামাপদ মিস্ত্রি কে ছোট খেজুরা মৌজা এক কাঠা 4 ছটাক জমি বিক্রি করেন. উক্তরূপে প্রাপ্ত তাসনিম আমিন আমোক্তার বলে শ্রী অরূপ মিস্ত্রি পিতা শ্যামাপদ মিস্ত্রিকে বিগত ইংরেজি 09-10-2025 সালে DSR-I চুঁচুড়া হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত অফিসে 9160/2025 দলিল মূলে ছোটখেজুরিয়া মৌজায় 1 কাঠা 4 ছাটা জমি বিক্রি করেন. তপশিলি : জেলা- হুগলী, থানা- মগরা সমিল সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত 47 নং জে এল ভুক্ত ছোট খেজুরিয়া মৌজায় এল আর খতিয়ান 20 (মুন্সি আসরাফ আলী) 63 (জোহরা খাতুন) RS & LR DAG-49. মলিন মলিনা মিস্ত্রি ও অরূপ মিস্ত্রি নিজের নিজের নাম প্রত্যয়ন করিবার জন্য মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করিআছেন ইহাতে কাহারো আইন অনুসারে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের হবার এক মাসের মধ্যে অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবেন অন্যথা নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে .

ইতি-আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানাধীন তুর্কি- সীতারামপুর মৌজার (J.L. No. 100) অন্তর্গত L.R. দাগ নং ৭৭১ সম্পর্কিত সম্পত্তি আম-মোক্তারনামা নং ৫৩০০/২৫ মূলে, বিষ্ণুপুর A.D.S.R. অফিসে ১৮.০৫.২০২৬ তারিখে নিবন্ধিত দলিল অনুযায়ী শ্রী গৌতম বিশ্বাস হইতে শ্রী বিমান নন্দীর নামে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন/নামজারির জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে আবেদন করা হইয়াছে।

যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারও কোনো দাবি, আপত্তি, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি প্রাপ্ত না হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মোবাইল নং: ৭০০১৭৬৯১৮৩
সৌমেন চ্যাটার্জী
অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট
চেম্বার: ৭, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং ৯, কলকাতা ৭০০০০১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩শে জুন, ৮ই আষাঢ় । মঙ্গলবার । নবমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট কর্মচারী সংগঠন

'লড়াইয়ের স্বীকৃতি' বললেন, ভাস্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে স্বাগত জানাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসা সংগঠনের অন্যতম মুখ ভাস্কর ঘোষ এই ঘোষণাকে আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে মনে করছেন।

সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, বর্তমান ১৮ শতাংশ ডিএ-র সঙ্গে আরও ২০ শতাংশ যোগ হবে। ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মোট ডিএ বেড়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছল। এদিনের বাজেট ঘোষণার পর মহার্ঘ ভাতা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভাস্কর ঘোষ বলেন, খুশি পরিমাপের কোনও একক হয় না, তবে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের একটা স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। ক্ষমতায় আসার আগে এই দল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর সরকারিভাবে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে, এতে আমরা খুশি।

তিনি আরও বলেন, ঋণ মাথায় নিয়েও ডিএ বৃদ্ধি করা যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভা রাজ্য বাজেটে সব ক্ষেত্রই ছুঁয়ে গেছেন, যে দিকটি বাকি আছে সে নিয়েও আগামী দিনে আলোচনা হবে। সদিচ্ছা থাকলে, সেটাকে বাস্তবায়ন করে রাজ্যকে যে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটার দিশা এই সরকার দেখিয়ে দিয়েছে।

যদিও ডিএ বৃদ্ধির পরেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার মধ্যে ব্যবধান রয়ে গেছে, তবু এক ধাক্কায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি কর্মচারী মহলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্দোলনকারীদের একাংশের মতে, এই ঘোষণা ভবিষ্যতে বাকি দাবি-দাওয়ার সমাধানের ক্ষেত্রেও আশার আলো দেখাচ্ছে।

মাথাভাঙা-কোচবিহার রাজ্য সড়কে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত দুই চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ফের পথ দুর্ঘটনা মাথাভাঙা- কোচবিহার রাজ্য সড়কে। সোমবার দুপুরে দোলংমোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি যাত্রিবাহী বেসরকারি বাস ও ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। সামান্য চোট পেয়েছেন বাস চালকও। তবে সৌভাগ্যবশত বাসের যাত্রীরা সকলেই

নিরাপদ রয়েছেন। সোমবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে মাথাভাঙা থেকে কোচবিহার অভিমুখে যাচ্ছিল একটি যাত্রিবাহী বেসরকারি বাস। পথে দোলংমোড় সংলগ্ন এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে ট্রাকের সম্মুখভাগ দুমড়েমুচড়ে যায়। তবে বাসের গতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বাসের ভেতরে থাকা যাত্রীরা। তাঁদের কারো গুরুতর চোট লাগেনি। বাস চালক সামান্য জখম হয়েছেন। কিন্তু ট্রাকের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। আহত দুই চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ এবং নিশিগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। দমকল বাহিনী ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার অধীনে ২, ৪০০ কোটির ইনসেনটিভ প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার (পিএম-ভিবিআরওয়াই) অধীনে সুবিধা বিতরণের জাতীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে ১৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীর মধ্যে ২,৪০০ কোটি টাকার ইনসেনটিভ বিতরণ করেন। সারাদেশে ২০০টি স্থানে একযোগে আঞ্চলিক এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা; এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শর্বরী মুখার্জি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনস্থ ইপিএফও-র কেন্দ্রীয় বোর্ড ট্রাস্টি বিনীত নাহাতা। অনুষ্ঠানে ১৮৩ জন সুবিধাভোগী, ১০৭ জন নিয়োগকর্তা, শিল্প সমিতির প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইপিএফও-র কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ মোট ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মানবিক উদ্যোগে নজর কাড়লেন বিজেপি নেতা কাশেম আলি। নিজের উদ্যোগে এক অসহায় প্রতিবন্ধী যুবকের হাতে স্কুটি তুলে দেন তিনি, যাতে তাঁর দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই উদ্যোগের কথা জানিয়ে কাশেম আলি সকলের সুস্থতা ও ভালো থাকার কামনা করেন। পাশাপাশি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'-এর বার্তা তুলে ধরে সমাজের অসহায় মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারের কথাও জানান।

দেবাদৃত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে আয়োজিত হল বিশ্ব ভরা গান শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের। অংশগ্রহণে দেবাদৃতের গান ফ্রেন্ডস।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হরিহরণের সংগীত জীবনের পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন হয়ে গেল উস্তাদ-এ-গজল কনসার্ট, অনুষ্ঠানটি হয় নজরুল মঞ্চে। আয়োজনে বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন। অনুষ্ঠানে শিল্পীকে সম্মানিত করেন খুকুমণির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অরিত্র রায় চৌধুরী।

শিলিগুড়ি পুরসভায় বোর্ড গঠন ঘিরে তীব্র কোন্দল, দুই ভাগে বিভক্ত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরসভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের পর নতুন বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ তীব্র মতবিরোধ এবার প্রকাশ্য চলে এল। সোমবার ছিল রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বোর্ড গঠনের সময়সীমার শেষ দিন। কিন্তু দীর্ঘ বৈঠকের পরও নতুন মেয়রের নামের ক্ষেত্রে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তৃণমূলের কাউন্সিলররা। শেষ পর্যন্ত ২৪ জন কাউন্সিলরের স্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি পুর কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হয়, যেখানে শুধুমাত্র দ্রুত বোর্ড গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।

তবে এই বৈঠককে কেন্দ্র করে দলের ভেতরের ফাটল আরও স্পষ্ট হয়েছে। বৈঠক চলাকালীনই ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শম্পা নন্দী এবং আলোক ভক্তের মতো প্রভাবশালী নেতারা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান এবং ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। এরপরই ক্ষুব্ধ তৃণমূলের একটি বড় অংশ আলাদাভাবে বৈঠকে বসে রঞ্জন সরকারকে নেতা এবং সঞ্জয় পাঠককে উপনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সমান্তরাল সিদ্ধান্তের ফলে দলের ভেতরের সংঘাত এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গেছে।

পুরসভার এই চরম ডামাডোলে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি পুরসভায় তৃণমূলের মোট ৩৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে চারজন আগেই পদত্যাগ করেছেন। তার ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গৌতম দেব এবং রঞ্জন শীলশর্মার মতো হেভিওয়েট কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতি দলের অন্দরে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

পুরসভার এই পরিস্থিতি নিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সভাপতি কুন্তল রায় জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনেই বোর্ড গঠনের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং খুব দ্রুতই নতুন মেয়র ও অন্যান্য পদাধিকারীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। তবে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সই না করা সংক্রান্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নটি তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান। অন্যদিকে, এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিয়ে তৎকালীন শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা অমিত জৈন অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের এই ক্ষমতার অলিন্দে লড়াইয়ের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একই সঙ্গে পুর কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া চিঠিতে কাউন্সিলরদের স্বাক্ষরগুলি জাল হতে পারে বলেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে পুরসভার এই নজিরবিহীন টানাপোড়েনে শিলিগুড়ি শহরের প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং নাগরিক পরিষেবা লাটে ওঠার জোগাড় হওয়ায় উদ্বেগ ছড়াচ্ছে শহরবাসীর মনে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ জুন ২০২৬, ৯ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার

মানুষের মতামতকে সামনে রেখে তৈরি এই বাজেট, দাবি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নতুন বাজেটকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনর্গঠনের রূপরেখা বলে দাবি করল বিজেপি। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পর দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এই বাজেট শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি কর্মপরিকল্পনা। এই প্রসঙ্গে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচনের আগেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিস্থিতিকে গোটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিশ্বের নানা জায়গা থেকে আসা মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা একটি ধারণা তৈরি করেছিলাম। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত যে বাজেট পেশ করেছেন, তা সেই ভাবনারই প্রতিফলন।

তিনি বলেন, এই বাজেট একটি সর্বাঙ্গীণ বাজেট। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনে নতুন পরিবর্তন আনবে। মহিলাদের শুধু সুরক্ষা নয়, স্বনির্ভর হওয়ার পথও দেখাবে। এখনও অনেক পথ বাকি, কিন্তু আমরা সরকারকে সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় করতে পেরেছি।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থা প্রসঙ্গে শমীকের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা সকলেই জানেন। সেই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার জন্য সরকার এই মুহূর্তে যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছে। কৃষি থেকে শিল্প, এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি হয়েছে। মানুষের কণ্ঠস্বরই এই বাজেটের ভিত্তি। তিনি আরও বলেন, নিশ্চিতভাবেই এই বাজেট পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে

আরও শক্তিশালী করবে এবং উন্নয়নের গতি বাড়াবে। কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে এই সরকারের যে মানসিকতা, এই বাজেট তারই প্রতিফলন।

সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যেই কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করার কথা আমরা বলেছিলাম। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমাদের একটু সময় দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী রাজ্যের প্রকৃত আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। নতুন জেলা গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শমীক বলেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের দলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দর্শন। বহু বছর ধরেই আমরা এই বিষয়ে কথা বলে আসছি। নতুন জেলা গঠনের প্রস্তাবও সেই ভাবনারই অংশ। প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। বাজেট নিয়ে সার্বিক মূল্যায়নে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কেন্দ্র করেই এই বাজেট তৈরি হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে এবং উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।

গড়িয়াহাট বাজারে আচমকা পরিদর্শনে পুরমন্ত্রী, দখলদারি ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গড়িয়াহাট বাজারে সোমবার আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে অপরিচ্ছন্নতা ও সরকারি জমি দখলের অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের নিয়ে বাজার ঘুরে দেখেন তিনি। পরিদর্শনের শেষে ব্যবসায়ীদের ১৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতির নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

বাজারের মাছ বিক্রির বিভিন্ন অংশে জমে থাকা আবর্জনা, মাছের আঁশ নর্দমার মুখ আটকে থাকার দৃশ্য এবং নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মাছের আঁশ পরিষ্কার না করে নর্দমায় জল ফেলায় জলনিকাশিতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

পরিদর্শনের সময় একাধিক দোকানের সামনে বেআইনি নির্মাণ ও সরকারি জায়গা দখলের অভিযোগও মন্ত্রীর সামনে আসে। এই বিষয়ে বাজারের ওই ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে অগ্নিমিত্রা পল জানান, সরকারি জমি ব্যবহার করে দোকান সম্প্রসারণ করার কাজ

বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে জরিমানার পথেও হাঁটবে প্রশাসন।

মন্ত্রী আরও জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাজারের পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি ব্যবস্থা ও অবৈধ দখল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমা শেষে তিনি আবার এখানে পরিদর্শনে আসবেন। নির্দেশ অমান্য হলে আগামী ১ জুলাই থেকে জরিমানা কার্যকর করা হবে বলেও স্পষ্টভাবেই জানান তিনি।

গড়িয়াহাটের ফলের বাজারও এদিন ঘুরে দেখেন তিনি। শুধু ব্যবসায়ীদের নয়, পুরসভার কর্মীদেরও সতর্ক করে তিনি বলেন, বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি গ্রহণ করা হবে না। পরিদর্শনের শেষে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, নতুন সরকারের প্রশাসনিক অবস্থান খুব স্পষ্ট। সবক্ষেত্রেই নিয়ম মেনেই কাজ করতে হবে, কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য কোনও বিশেষ সুবিধা সরকার দেবে না, বরদাস্ত করবে না।

পুলিশি তলবে দক্ষিণ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ, বিক্ষোভ আমজনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেসি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার হাজিরা দিতে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাস। এর আগে গত ১৮ জুন থানায় হাজিরা দেন তিনি। সূত্রের খবর, সেদিনের জবাবে সন্তুষ্ট হননি তদন্তকারীরা। সেই কারণে সোমবার তলব করা হয় তাঁকে। সেই তলবেই এদিন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় পৌঁছে যান প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী।

গত ১৭ মে শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতির ৩(৫)/ ৩০৮ (২)/ ৩১৮(৪)/৩৫১(২)/৬১(২) ধারা অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, মেসির ইভেন্টের নিরাপত্তায় গাফিলতি, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন মেসির গোট টুরের আয়োজক শতদ্রু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অরূপকে গত ৪ জুন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। তবে তার আগেই বিধাননগর দক্ষিণ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। প্রথমবার তলব এড়ানোর সময় অরূপ জানান, তিনি অসুস্থ। তাই আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অরূপকে সেই সময়টাও দিতে নারাজ পুলিশ।

গত ৮ জুন, বেলা ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তার আগের দিন প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে দু'টি নোটিস সাঁটিয়ে দিয়ে আসে পুলিশ। তাতে সাফ বলা হয়, প্রাক্তন মন্ত্রী যে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দিতে চাইছেন না, সেই শারীরিক অসুস্থতার কোনও প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট তিনি জমা দেননি। তাই গত ৮ জুন, বেলা ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতেই হবে। সেদিনও সশরীরে হাজিরা দেননি অরূপ। আইনজীবী মারফতও থানায় কিছু জানাননি। ইতিমধ্যে মেসি কাণ্ডে বারাসাত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অরূপ। সেই আবেদন খারিজ হয়েছে। পরে তিনি আবেদন করেন কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানেও প্রথমে ধাক্কা খান।

যদিও পরে হাইকোর্টের তরফে জানানো হয়, তলবের ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে জানাতে হবে। একইসঙ্গে হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, তদন্ত চলবে তদন্তের মতোই। তবে পুলিশ গ্রেপ্তারের মতো কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না। আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্য ছাড়তে পারবেন না অরূপ বিশ্বাস। এরপর গত ১৮ জুন বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন তিনি।

এদিকে এদিন অরূপ বিশ্বাস হাজিরা দেওয়ার পরেই, জুতোর মালা নিয়ে বাইরে শুরু হয় বিক্ষোভ। জুতোর মালা নিয়ে থানার বাইরে হাজির হন সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীরা জানান, আমরা সেদিন মাঠে গিয়েছিলাম, মেসিকে দেখতে পাইনি। মেসির মতো, বেতালের ঘাড়ে উঠে বসেছিল এই অরূপ বিশ্বাস। ওকে জুতোর মালা পরাব, পাশাপাশি দর্শকদের কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছে, সেটাও ফেরত চাইব।

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ কেন জানতে চেয়ে আদালতে 'কালীঘাট তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আচমকাই ফ্রিজ করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক সংকটের মুখে 'কালীঘাট তৃণমূল'। আর এই সমস্যার নিষ্পত্তি করতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছে তারা। জানতে চাওয়া হয়েছে কার অনুমতিতে এবং কী কারণে অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করা হয়েছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার অনুমতি চান তৃণমূলের আইনজীবীরা। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করায় খুব শীঘ্রই এই মামলার আনুষ্ঠানিক শুনানি শুরু হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে রয়েছে মোট ৪৪০ কোটি টাকা। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় 'ঋতপন্থী' ১০ তৃণমূল বিধায়কের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। আপাতত ওই তিন অ্যাকাউন্টে কোনও লেনদেন করা যাবে না। দিন কয়েক আগে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবিতে চিঠি লিখেছেন অরূপ বিশ্বাস। সেই চিঠিকে সমর্থন জানিয়েছিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, ওই অ্যাকাউন্টে কাটমানির টাকা রয়েছে কি না, কে জানে। আমি অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত। তদন্ত হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় 'ঋতপন্থী' ১০ তৃণমূল বিধায়ক অবিলম্বে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আর্জি জানিয়েছিলেন। তারপরই তদন্তে নেমে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। সোমবার এই মর্মে হাইকোর্টে যায় কালীঘাট তৃণমূল। এই আবহেই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে শোকজ নোটিস পাঠায় তৃণমূল। চিঠির উত্তরে দলের অ্যাকাউন্টের লেনদেনের ইতিহাস নিয়ে সরব হন তিনি। আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের কথা তুলে ধরেছেন। আগাম সই করা কয়েকটি চেক কোথায় ব্যবহার হয়েছে, তা নিয়েই ধন্দ প্রকাশ করেন অরূপ।

সুইমিং পুলে কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুইমিং পুলে এক কিশোরের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য চেতলা অগ্রণী ক্লাবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ঋত্বিক চক্রবর্তী। বছর সাতেরোর ঋত্বিক এদিন সাঁতার কাটতে গিয়েই বুকে ব্যথা অনুভব করে। এরপরই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে জলের মধ্যে ঋত্বিক যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তের ফুটেজ সামনে এসেছে।

তদন্তে নেমে এও জানা যাচ্ছে, সুইমিং ক্লাবের এক প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন এই ঘটনা ঘটে। তবে পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, এই প্রশিক্ষক তখন অবশ্য

পুলে ছিলেন না। তবে তিনি জানান, ব্যাচ হিসাবে ক্লাস চলে। তিনি ঋত্বিকের প্রশিক্ষক নন। পাশাপাশি তিনি এও জানান, এখানে আরেকটা বেবি পুল রয়েছে। ওখানে দু'জন নন সুইমার ছিল। আমি ওদের দিকেই খেয়াল রেখেছিলাম। বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যারা শিখে গিয়েছিল, তাদের ওপর নজর রাখছিলেন। ওঁরাই দেখে জলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। সে সময়েই ওকে টেনে তোলা হয়।

এদিকে এও জানা যাচ্ছে, ঋত্বিক সাঁতার কাটতে পারত। তবুও কেন এই ধরনের ঘটনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবার। আর এই ঘটনায় প্রশিক্ষকের অনুমান, ঋত্বিক ব্রিদ হোল্ড করতে গিয়েছিল অর্থাৎ জলের তলায় কে কতক্ষণ দমবন্ধ করে থাকতে পারে, সেটা করতে গিয়েছিল। আর সেটা করতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটা ট্রেনিংয়ে থাকেও। ৩ সেকেন্ড কাউন্ট করে করানো হয়। এটা ট্রেনারের অনুমতি নিয়েই করতে হয়। ও আগেও করেছে। জিজ্ঞাসা করেই করত। ইতিমধ্যেই ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সে সময়ে পুলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নথিপত্র সরানোর চেষ্টার অভিযোগ, জনরোষের শিকার পুরপ্রধানের ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নথিপত্র সরানোর চেষ্টার অভিযোগে জনরোষ ও ডিম থেরাপির শিকার হলেন হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষের ভাই পাপন ঘোষ। যিনি হালিশহর পুরসভার ওয়েলফেয়ার বিভাগের ইনচার্জ। অভিযোগ, সোমবার বেলায় পুরপ্রধানের ভাই আচমকা পুরসভার একটি কক্ষে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি সরানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রথমে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। এরপর পুরসভা থেকে বাইরে বেরোতেই উত্তেজিত জনতা পুরপ্রধানের ভাই পাপন ঘোষকে গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ। হালিশহর থানার পুলিশ পৌঁছে কোনওক্রমে ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ গোপা দে বলেন, পুরসভায় ঢুকে নথিপত্র সরানোর চেষ্টা করেছিলেন পুরপ্রধানের ভাই পাপন ঘোষ। দলীয় কর্মীরা কেউ তাঁকে মারধর করেনি। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ, এঁরা পুরসভায় প্রচুর দুর্নীতি করেছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র হয়তো সরাতে পুরসভায় পুরপ্রধানের ভাই এসেছিলেন। বিজেপির বীজপুর-৩ মণ্ডলের সহ-সভাপতি জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলির দাবি, তৃণমূল জমানায় হালিশহর পুরসভা দুর্নীতির আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। যিনি এদিন গণপিটুনির শিকার হলেন, তিনি পুরসভার ওয়েলফেয়ার বিভাগের ইনচার্জ। তাঁর অভিযোগ, নথিপত্র চুরি করতেই উনি পুরসভায় এসেছিলেন। কারন, এঁরা তো সবাই চোর। যদিও স্থানীয়দের তৎপরতায় উনি নথিপত্র চুরি করতে পারেনি। উলটে উনি ডিম থেরাপি এবং গণপটুনির শিকার হয়েছেন।

ফুটবল জ্বরে কাঁপছে মহানগর, দক্ষিণ কলকাতার পাটুলিতে লাগানো হচ্ছে মেসির কাটআউট। ছবি: অদিতি সাহা

আর্থিক অনিয়মের মামলায় সাময়িক স্বস্তিতে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও স্ত্রী মধুছন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইউনেস্কোর হেরিটেজ লোগো ব্যবহার করে 'ডোনার পাস' বিক্রির মাধ্যমে আর্থিক অনিয়মের মামলায় সাময়িক স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত রক্ষাকবচ মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে মৌখিকভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আগামী দুই সপ্তাহ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে না। তবে এই অর্থ সংগ্রহ এবং লোগোর বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ে এদিন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর নাম করে প্রতারণার অভিযোগে বউবাজার থানায় এফআইআর দায়ের হয়। সোমবার আদালতে ছিল সেই মামলার শুনানি। প্রসঙ্গত, ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে চড়া দামে দুর্গাপুজোর টিকিট বিক্রি করতেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন বলে অভিযোগ। বেআইনিভাবে প্রিপুজোর টিকিট অর্থাৎ ডোনার পাস বিক্রি করত মন্ত্রীর স্ত্রীয়ের সংস্থা 'মার্স আর্ট' বলে দাবি। এরপর ইন্দ্রনীল ও মধুছন্দার বিরুদ্ধে বউবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থার পরামর্শদাতা জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। সোমবার কোর্টে এই মামলার শুনানি চলছিল। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের প্রশ্ন রাজ্যকে, 'কত টাকা সংগ্রহ হয়েছে?' উত্তর আসে, 'আমরা তদন্ত করছি সেটা।' এর পাশাপাশি পাসের নামে যে বড়সড় আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে, তা আদালতের সামনে তুলে ধরেন অভিযোগকারী। তাঁর দাবি, এই পাসের আড়ালে টাকার ব্যাপক নয়ছয় হয়েছে এবং কোনও রাখঢাক না করেই সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা তোলা হয়েছে। আদালতের কাছে অভিযোগকারীর স্পষ্ট দাবি, 'ইউপিআই'-এর মাধ্যমেই এই বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেন চালানো হয়েছিল।

এদিন এই মামলার শুনানিতে এদিন আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি সাফ জানান, এই উৎসব বা অনুষ্ঠানের নামে মোট কত টাকা আদায় করা হয়েছে, তা রাজ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আপনরা যে ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহার করেছেন, সেটা মাথায় রাখা উচিত। লোগো ব্যবহারের একটা মর্যাদা ও শর্ত থাকে।' এই মামলার তদন্তের গতিপ্রকৃতি কতদূর এগোল, আগামী ৮ জুলাইয়ের মধ্যে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতার শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে বেআইনি বাণিজ্য এবং ইউনেস্কোর নাম বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যবহার করার অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংগীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, দুর্গাপুজোর নামে একটি 'প্রিভিউ শো' এবং 'প্রিভিলেজড পুজো এন্ট্রি' টিকিট বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এই কর্মসূচিকে এমন ভাবে প্রচার করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে এর সঙ্গে সরাসরি ইউনেস্কোর অনুমোদন বা অংশীদারি রয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারীদের দাবি, ইউনেস্কো কোনওদিনই এ ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি বা অংশীদারিতে সম্মতি দেয়নি। তাঁদের বক্তব্য, ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ই-মেল এবং সংশ্লিষ্ট আইনি নথিপত্র অভিযোগের সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক ব্যবহারের কোনও অনুমোদনের উল্লেখ নেই। অভিযোগকারীরা আরও দাবি করেন, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক পর্যটনের নামে একটি বাণিজ্যিক মডেল তৈরি করে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

ডিম ছোড়ার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্য রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে 'ডিম থেরাপি'। কারণ, জনরোষের নামে দিকে দিকে ডিম হামলার শিকার হচ্ছেন বিরোধী শিবিরের নেতারা। এই হামলার ঘটনাগুলিকেই সামনে রেখে এবার কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। সোমবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত মামলাটির শুনানির আবেদন জানান আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আইনজীবী দানিস ফারুক এই মামলা দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর হামলা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মামলাকারীর দাবি, বিষয়টি গণতান্ত্রিক পরিবেশের

পরিপন্থী। এভাবে ডিম ছোড়াও ঠিক নয়। এই নিয়ে দ্রুত মামলাটির শুনানির আবেদন জানান আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম ছোড়ার ঘটনা সামনে আসার পর রাজ্যজুড়ে একের পর এক বিরোধী নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ ও হামলা হচ্ছে। এছাড়াও নির্বাচনের পর থেকে অভিষেক ছাড়াও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সৌগত রায়, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষের মতো একাধিক বিরোধী নেতার উপর হামলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের উপর ডিম থেরাপিও চলেছে। একটি মিছিল চলাকালীন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় আঘাত লেগেছে। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

অরূপও কি বিদ্রোহী শিবিরে? তহবিল বাঁচানোর যুদ্ধে আরও একা তৃণমূল নেত্রী

খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলনেত্রী এখন দল বাঁচানোর যুদ্ধে নেমেছেন। পুরনো সঙ্গীরা বেশির ভাগই হাত ছেড়ে গিয়েছেন। রোজই এক একজন করে যাচ্ছেন। অনেকেই আবার গরাদের ওপারে। সরকার থেকে শুরু করে একের পর এক পুরসভা, পুরনিগম, জেলা পরিষদ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। গুটিকতক এখনও 'বিশ্বস্ত' অনুচর তাঁর সঙ্গী। তাদের নিয়েই আপাতত ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয়েছেন একদা বাংলার 'অগ্নিকন্যা'। কীসের লড়াই? এ হল অস্তিত্ব রক্ষার শেষ লড়াই। দলের নাম, প্রতীক আর তহবিল বাঁচানোর ক্রুসেড চলছে এখন তৃণমূলের অন্দরে। একদিকে তাঁরই দলের টিকিট ও তাঁর ছবি নিয়ে জেতা একদল বিধায়ক। যারা এখন বিদ্রোহী। উল্টোদিকে চুরমার হয়ে যাওয়া একটা সংগঠন নিয়ে সঙ্গীহীন তৃণমূলনেত্রী। একদা যারা ছিলেন তারই অনুগত, আজ তারাই খোদ তৃণমূলনেত্রীর হাত থেকে দলের নাম, প্রতীক ও তহবিল কেড়ে নিতে মরিয়া। এই দিনটা দেখতে হবে, কোনওদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো? এই লড়াই সবে শুরু হয়েছে, এর শেষটা কোথায়, কেউ জানে না। তাই এর পরিণতি নিয়ে এখন কথা বলার কোনও মানেই হয়না। কিন্তু এরই মধ্যে দলের তহবিল নিয়ে বিদ্রোহীরা যেভাবে একের পর কৌশলগত পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তাতে বোঝাই যাচ্ছে এই লড়াই থেকে সহজে পিছু হঠছেন না তারা। এরই মধ্যে গোটা ঘটনায় আচমকাই বড় ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে পড়েছেন একদা দলের কোষাধ্যক্ষ ও নেত্রীর প্রিয় অরূপ বিশ্বাস। শুধু 'বিশ্বাস' করে তিন তিনটে দফতরের মন্ত্রী ও দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন নেত্রী। সদ্য ভোটে হারা সেই অরূপও নাকি এখন বিদ্রোহী। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কে দেওয়া তার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার চিঠি নিয়ে দলের অন্দরে কম জলঘোলা হয়নি। দলের শোকজের জবাবে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে নেত্রীর বিপদ আরও বেড়েছে। কারণ, বিদ্রোহীরা তহবিল নিয়ে ঠিক যে অভিযোগ জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, অরূপের চিঠি সেই আগুনে আরও ঘি ঢেলেছে। সবমিলিয়ে তহবিল বাঁচাতে গিয়ে আরও বেকায়দায় নেত্রী।

শব্দছক ১৯৭

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ১. দীপালোকে উদ্ভাসিত ৫. উদ্যান ৭. প্রতীম ৮. ঋণ ৯. গরুর গলার মাংসল চাদর ১১. মোটার বিপরীত ১২. ময়লা ১৩. খুড়ো ১৪. কপাল ১৬. অঞ্জনসম কৃষ্ণাবেশ ১৮. সমস্ত ১৯. মড়ক ২০. ক্রমান্বয়ে ভাঙতে থাকা ২১. উপস্থিত অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি

ওপর-নিচ: ১. যে ধানে মই দিলে কারো ক্ষতি হয় ২. দরিদ্র ৩. মদ খেলে যা হয় ৪. মল-বিহীন ৬. নারীর বিপরীত ৭. পাথেয় ৯. গাভী ১০. পদ্ম ১১. প্রভাত ১৩. ভারতীয় পল্লীসঙ্গীতের এক ধারা ১৪. শুভ বা মঙ্গল ১৫. শীর্ষদের ভূমির দিকে ঝোঁকানো ১৬. কর্মকার ১৭. বাসনা ১৮. বহু বর্ণে সজ্জিত পোষাকধারী ২০. অন্ন

সমাধান ১৯৬ — পাশাপাশি: ১. গবাক্ষ ৩. অপলুপ্ত ৪. মক্ষিকা ৫. রণতূর্য ৭. কটি ১০. রমা ১২. অলিখিত ১৪. কামোট ১৫. মহাকাল ১৬. পসার

ওপর-নিচ: ১. গবেষক ২. ক্ষমতা ৩. অকারণ ৬. তুষার ৮. টিকলি ৯. গতকাল ১১. মান্যবর ১৩. বিটপ

আজকের দিন

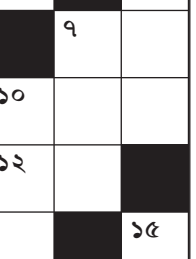

■ **১৭৫৭** — রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজ-উদ-দৌলাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

■ **১৯৭২** — রিচার্ড নিক্সন ওয়াটারগেট চুরির ঘটনায় এফবিআই-এর তদন্তে বাধা দেওয়ার আলোচনা করার সময় রেকর্ড হন।

■ **১৯৮৫** — সন্ত্রাসী বোমার আঘাতে এয়ার ইন্ডিয়ার 'কনিষ্কা' বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

জন্মদিন

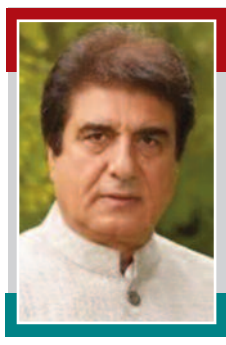

রাজ বব্বর

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরভদ্র সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজ বব্বরের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের জন্মদিন।*

শিশুশ্রমে বিপন্ন শৈশব

শিশুশ্রম একটি সামাজিক অভিশাপ

মতিউর রহমান

এমনিতে ভারতে শ্রমের বাজার তেমন ভালো নয়। সেখানে যারা কাজ করে কমবেশী নানা সমস্যায় ভোগে। ভারতে কর্মক্ষেত্রের একটা বড় অংশ অসংগঠিত। মালিকপক্ষ কম বেতন দিয়ে বেশি খাটায়। তাদেরকে চাপ দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। কেউ সেভাবে এর প্রতিবাদ করে উঠতে পারে না। এমনিতেই শিশু শ্রমিকের চাহিদা কম। কাজ চলে যাবার আশঙ্কায় কেউ সাহস করে না প্রতিবাদের পথে হাঁটতে। আমাদের দেশে 'শিশুশ্রম আইন' রয়েছে। ১৯৮৬ সালে জারি হওয়া আইন অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে না। ফলে ফাঁকফোঁকর দিয়ে মালিকপক্ষ শিশুদের নানান নির্যাতন করে থাকে। তাদের বাঁধাধরা সময়ের বাইরে কাজ করতে হয়। অনেক সময় বিপদজনক পরিবেশেও তাদেরকে কাজ করতে হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শরীরে, তার মনও আক্রান্ত হয়। ছোট ছোট শিশুরা খেলাধুলার সুযোগ পায় না। পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার পরশ থেকে তারা দূরে থাকে। সামাজিক মেলামেশার সুযোগ হারায় শিশুরা।

শিশুরা আগামীর দূত। তারা দেশ ও দুনিয়ার ভবিষ্যৎ।

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। একটি গাছের শীর্ণ, বয়স্ক পাতারা ঝরে গেলে যেমন নতুন পাতা গজায়, সবুজে-সজীবে সাজিয়ে তোলে গাছের শরীর শিশুরাও ঠিক তেমন পরিবার ও সমাজের সজীবতা ও সৌন্দর্য বাড়ায়। তারা নব প্রাণের প্রতীক। তারা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরিয়ে তোলে পরিবার ও সমাজ। সুতরাং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ জরুরী। শিশুরা স্বাস্থ্যবান, মানসিকভাবে ভালো থাকলে আগামীর ভিত শক্ত হয়। শক্তিশালী, সমৃদ্ধ দেশ, সমাজ ও পৃথিবী গড়ে ওঠে। সুতরাং সমৃদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর প্রয়োজনে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ জরুরী। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল বেড়ে ওঠা আবশ্যক। তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য পারে সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজের ভিত গঠন করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে শিশুরা আগামীর ভিত, মেরুদন্ড তারাই বর্তমানে ভীষণভাবে বিপন্নতার শিকার। তাদের সুস্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ সীমাহীন দারিদ্র্য ও অভাবের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ব্যাহত, বিপন্ন। দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের দুবেলা অন্নের সংস্থানে করতে না পেরে চায়ের দোকান, ইটভাটা বা হোটেলে সামান্য মজুরিতে কাজ করাতে বাধ্য হন। তাদের পড়াশোনা বা স্বাস্থ্যের বিকাশ তো দূরের কথা, তাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন নিয়তিত জোগাড় হয় না। মালিকপক্ষের অমানবিক আচরণ, পেষণ-পীড়ন তাদের করে তোলে এক বিপন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা। তাদের জীবনে আলো বলতে কিছু নেই, ঘোর অমাবস্যার অমানিশা। হাসিখুশি, ঝলমলে শৈশব হারিয়ে গেছে বহুকাল। এক অন্তহীন অন্ধকার, বিপন্নতা ও বিষণ্ণতাই তাদের ভবিষ্যৎ। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে তাদের জোনাকি আলোর সন্ধান। তারা কি অমানিশা কাটিয়ে আলোকময় পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে? উত্তরহীন প্রশ্ন রয়ে যায়।

চারপাশে তাকালে দেখা যায়, শিশুদের বিপন্নতার ছবি। দারিদ্র, অভাবের নাগপাশে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কাহিনী।

চায়ের দোকান, হোটেল, ইটভাটা থেকে মোটর গারাজ দেখতে পাওয়া যায় শিশু শ্রমিক। কেউ বা হোটেলে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে,, টানা বাসন-কোসন ধুয়ে যাচ্ছে, কেউবা চায়ের দোকানে কাপ ধুচ্ছে, ভিড়ঠাসা রাস্তা পেরিয়ে চায়ের কাপ পৌঁছে দিচ্ছে গন্তব্যে। সে রাস্তা ঠেলে এ দোকান সে দোকান চায়ের গ্লাস নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে।। এদের শরীর রোগা, শীর্ণতায়। কেউবা ভুগছে অপুষ্টিতে কেউ বা রক্তাল্পতাই। এদের মাথায় তেল বা চিরুনি কোনটাই পড়ে না। এদের শৈশব হারিয়ে গেছে। এদের জীবন জুড়ে অন্তহীন দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার গল্প। এদের চোখে-মুখে হতাশা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অশনিসংকেত। এদের কেউ কেউ কাজ করে ইটভাটা বা কলকারখানায়। মালিকপক্ষ তাদের অন্যায়ভাবে খাটিয়ে নেই, তাদের উপযুক্ত মজুরি দেয় না। এদের কেউ কেউ গৃহস্থ বাড়িতেও কাজ করে। কলকারখানায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এদের বাবা-মায়ের দেওয়া নাম বদলে যায়। কেউ বা হয়ে যায় ছোট্টু বা অন্য কিছু। মালিকপক্ষ এদের মেশিনের মত খাটিয়ে নেয়। তাদের শৈশব এইভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাদের পরিবার কি এটা চেয়েছিল? চায়নি। কিন্তু পরিবারে সীমাহীন দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে তাদেরকে শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কারণ দারিদ্রদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত বাবা-মা ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো অন্ন, একটু সচ্ছলতার আশায় কাজ করতে পাঠায়।বাবা-মায়ের রোজগারে যে সংসার চলে না। তাদের ছেলে বা মেয়ে সামান্য রোজগার করে আনলে হয়তো দুবেলা দুমুঠো খাবার যোগাড় হবে। খেয়ে-পড়ে বাচ্চাগুলো নিজেরাও ভালো থাকবে। আর তাদের পাঠানো সামান্য টাকায় আসার আলো দেখবে দারিদ্র্য-অভাবের দুষ্টচক্রে বিপন্ন সংসার। কে না চায় তার ছেলেমেয়ে দুধে ভাতে থাকুক, সুখে-শান্তিতে থাকুক। কিন্তু অসহায় পিতামাতার কিছুই করার থাকেনা। এ পৃথিবী যে বড়ই রুক্ষ, জঠরের জ্বালা যে নিদারুণ বাস্তব। তাই জীবিকার লড়াইয়ে প্রিয় সন্তানদের ঠেলে দিতে হয় ইটভাটা, চায়ের দোকান বা হোটেলে তাই তাদের শিশুদের শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পাঠাতে হয়।

এতে শিশুর শৈশব বিপন্ন হয়। শৈশবের হাসিখুশি হারিয়ে যায়। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়। দুবেলা দুমুঠো অন্ন, একটুখানি বস্ত্র যোগাড় করতে গিয়ে শিশুকে হতে হয় স্কুলছুট। আবার এমনও হয়, কোন শিশুর কখনো স্কুল যাওয়া হয়ে ওঠে না। শ্রেণিকক্ষ, বই-খাতা, স্লেট-পেন্সিল -এর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ থাকে না এসব শিশুদের। দারিদ্র্যের ও অভাবে ধুকতে থাকা পরিবার জানে পড়াশোনা তাদের জন্য নয়। ছেলে বা মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ডিগ্রি অর্জন করবে, ভালোভাবে পড়াশোনা শিখে চাকরি করবে দরিদ্র-অভাবী পিতা-মাতার কাছে এ এক আকাশ কুসুম স্বপ্ন বলে মনে হয়। তাই একটু বড় হলে স্কুলে নয়, শিশুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোন দোকান, ইটভাটা বা গারাজে। আর ছোট্ট মেয়েকে পাঠানো হয় লোকের বাড়িতে কাজ করতে। শিশু বঞ্চিত হয় শিক্ষার অধিকার থেকে, বঞ্চিত হয় সাবলীল সামাজিক জীবনযাপনের সুযোগ থেকে। এর দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাব শিশুটির শরীর ও মনের উপর পড়ে, ব্যাহত হয় স্বাভাবিক বৃদ্ধি। এইসব চিন্তাভাবনা মাথায় রাখা বা ভাবার অবকাশ নেই দরিদ্র-অসহায় পিতা-মাতার। আর যদিওবা কোন পিতামাতা বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে থাকেন, সীমাহীন অসহায়তার কারণে সে ভাবনা থেকে তাদের বিরত থাকতে হয়।

এমনিতে ভারতে শ্রমের বাজার তেমন ভালো নয়। সেখানে যারা কাজ করে কমবেশী নানা সমস্যায় ভোগে। ভারতে কর্মক্ষেত্রের একটা বড় অংশ অসংগঠিত। মালিকপক্ষ কম বেতন দিয়ে বেশি খাটায়। তাদেরকে চাপ দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। কেউ সেভাবে এর প্রতিবাদ করে উঠতে পারে না। এমনিতেই শিশু শ্রমিকের চাহিদা কম। কাজ চলে যাবার আশঙ্কায় কেউ সাহস করে না প্রতিবাদের পথে হাঁটতে। আমাদের দেশে 'শিশুশ্রম আইন' রয়েছে। ১৯৮৬ সালে জারি হওয়া আইন অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে না। ফলে ফাঁকফোঁকর দিয়ে মালিকপক্ষ শিশুদের নানান নির্যাতন করে থাকে। তাদের বাঁধাধরা সময়ের বাইরে কাজ করতে হয়। অনেক সময় বিপদজনক পরিবেশেও তাদেরকে কাজ করতে হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শরীরে, তার মনও আক্রান্ত হয়। ছোট ছোট শিশুরা খেলাধুলার সুযোগ পায় না। পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার পরশ থেকে তারা দূরে থাকে। সামাজিক মেলামেশার সুযোগ হারায় শিশুরা। এর ফলে তাদের শৈশব বা কৈশোর বলে কিছু থাকেনা। তাদের অন্তরের সুকুমার সত্তা পরিস্ফুটনের সুযোগ পায় না। মায়া-মমতা, ভালবাসার-শ্রদ্ধাবোধ- সহমর্মিতার মতো সংবেদনশীল অনুভূতিগুলি তাদের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। শিশুশ্রম প্রথার কারণে একটি শিশু পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার পরশ, সামাজিক সাহচর্য থেকে দূরে থাকে। তারা সুস্থ সুন্দরভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাইনা। শিক্ষার অধিকার, সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার হারায় শিশু। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানবসম্পদ। পরিবার ও সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যা সার্বিকভাবে দেশের প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

শিশু শুধু পরিবার বা সমাজের নয়, দেশ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। তারাই জাতির ভবিষ্যৎ। সুস্থ সবল শক্তিশালী জাতি গঠন ও দেশের ভবিষ্যৎকে মজবুত করতে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। শিশু-কিশোর স্বাস্থ্যবান, মেধাবী পুরুষে পরিণত হলে লাভবান হয় দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমান শিশুশ্রম প্রথা সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর্থ-সামাজিক অবস্থান। এক্ষেত্রে শিশুরা দেশের সম্পদ না হয়ে বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়। পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৭ অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অন্ন,বস্ত্র সংস্থানের জন্য তাদের প্রাণপণ লড়াই করতে হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অভাবের নাগপাশে পিষ্ট পরিবারে কিভাবে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে? ফলত ছোট ছোট শিশুদের পাঠানো হয় ইটভাটা, চায়ের দোকান বা হোটেলে কাজ করতে। আমাদের দেশে শিশুশ্রম নিয়ে যে আইন আছে, তার মূল কথা হচ্ছে, ১৪ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের ঝুঁকিহীন ক্ষেত্রে কাজ দিতে হবে এবং তাদের কাজের সময়ও বেঁধে দেওয়া রয়েছে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কাজের পরিবেশ। কিন্তু আইনই কি শেষ কথা বলতে পারে? ভারত একটি বিশাল দেশ। এক্ষেত্রে অসংগঠিত কাজের যে বিরাট ক্ষেত্র তা নজরদারি কিভাবে সম্ভব? ইটভাটা, গারাজ, হোটেল, ছোট ছোট কারখানা বা বাড়িতে গৃহস্থের কাজ - এতসব ক্ষেত্রে নিয়মিত নজরদারি সম্ভব? আইন এক্ষেত্রে কিভাবে বলবৎ হবে? তাছাড়া যে শিশুদের কাজ অত্যন্ত জরুরী, কায়িক পরিশ্রম না করলে যাদের পেটে ভাত জোটেনা, অভাব অনটনে যাদের নিত্য সঙ্গী তারা মালিকপক্ষের নানা নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়াবে? মালিকপক্ষের যে কোন শর্তই তাদেরকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়। তাই আইন এক্ষেত্রে অসহায়। আর তার বাস্তব রূপায়নও সেভাবে চোখে পড়ে না।

শিশুশ্রমের মূল কারণ যেহেতু দারিদ্র তা দূরীকরণে সরকার নানা সময় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। 'জাতীয় জীবিকা মিশন', 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান স্কিম ', ' দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা', - দারিদ্র দূরীকরণ সুনিশ্চিত করতে সরকার এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছে। এছাড়াও যাতে জীবন যাপনের মান উন্নত হয় তার জন্য চালু হয়েছে ' ন্যাশনাল হেলথ মিশন', 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা', 'গ্রাম সড়ক যোজনা' চালু হয়েছে। রাজ্য সরকার চালু করেছে 'কৃষক বন্ধু', 'কর্মশ্রী' প্রকল্প। শিশুরা যাতে স্কুলে যায়, খাবারের অভাবে স্কুলছুট না হয় তার জন্য চালু রয়েছে 'মিড ডে মিল' প্রকল্প। চালু রয়েছে 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড'। বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে বই-খাতা, ব্যাগ, জুতো। কোন শিশু পড়ুয়া স্কুলছুট হলে শিক্ষকরা তাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, স্কুলে ফেরাতে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। শিশুশ্রম বিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে সরকার এবং প্রশাসনের তরফে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাতও প্রসারিত হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন' (আইএলও) ও 'ইউনিসেফ' সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

শিশুশ্রম একটি সামাজিক প্রথা। এর অবসান সম্ভব হলে শিশুরা ফিরে পাবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। উপকৃত হবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। উপকৃত হবে সভ্যতা। এ সামাজিক অভিশাপের অবসানে সরকারি নানা পদক্ষেপ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও ইতিবাচক ফল বহন করছে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে দারিদ্র্যের হার ও শিশুশ্রম কমেছে। প্রশ্ন ওঠে, বাস্তবের সাথে এই পরিসংখ্যানের সত্যি মিল রয়েছে তো? এ পরিসংখ্যানে দেশ ও সমাজের সার্বিক চিত্র কি প্রতিফলিত হয়েছেঅ? বাস্তবে চোখ রাখলে দেখা যায়, শিশুশ্রম সমাজে জগদ্দল পাথরের মতো আজও রয়ে গিয়েছে। শিশুশ্রম দূরীকরণে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন জরুরী। প্রয়োজন আরও কড়া আইন প্রণয়ন। তবে আইনই শেষ কথা বলে না। শিশুশ্রম দূরীকরণে সবার আগে প্রয়োজন জনসচেতনতা। পরিবারের মাথা তথা অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আশু প্রয়োজন। তাদের বোঝাতে হবে, বুঝতে হবে, শিশুশ্রম তাদের প্রিয় সন্তানদের শরীর ও মনে কতটা নেতিবাচ প্রভাব ফেলে, এর ফলে শিশুরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিজের পরিবার, সমাজ ও দেশের স্বার্থে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ জরুরি। শত অভাব

অনটনের মাঝেও এই কথাটি ভুলে চলবে না। শিশুদের যে কোন মূল্যে শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে হবে। সরকারকে আরও বেশি বেশি করে দারিদ্র দূরীকরণে পদক্ষেপ ও তার বাস্তবায়ন সম্ভব করতে হবে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও সচেতনতাই একদিন এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে সমাজ। শিশুরা স্বাভাবিক ও নিরাপদ পরিবেশ ফিরে পাবে। কুসুম কুঁড়ির মতো চোখ মেলবে শিশুরা। তারা চোখ মেলে আলোকিত সুরভিত হয় চারপাশ। সমাজ সংসার পৃথিবী

মিষ্টি আলোয় ভেসে ওঠে। শিশুকে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিয়ে সেই হাসিতে যেন আমরা ধরে রাখতে পারি।

সচেতন অভিভাবক ও নাগরিক হিসাবে আমাদের যেমন দায়-দায়িত্ব রয়েছে তেমনি দেশের শাসকেরও রয়েছে শিশুর প্রতি দায়বদ্ধতা। আমরা আশা রাখি সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব শিশুর হারানো শৈশব।

কৌটা-আনকৌটা

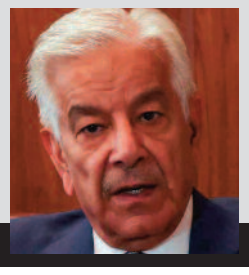

সিন্ধুচুক্তিকে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জুড়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে পাকিস্তান

খোয়াজা আসিফ, পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাজেটেই ‘বড় উপহার’

জেলা ঘোষণায় খুশির জোয়ার আরামবাগে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: রাজ্যের বাজেট ঘোষণা হওয়ার পরেই খুশির হাওয়া আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। আরামবাগবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে। আরামবাগ জেলা চাই, এই দাবি ছিল আরামবাগের মানুষের। ২২ জুন

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট অধিবেশনে সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আরামবাগকে জেলা করা হবে বলে বাজেটে ঘোষণা করেন। আর এই ঘোষণার পরেই সারা আরামবাগ মহকুমা জুড়ে খুশির মহল তৈরি হয়। রাস্তায় নেমে আরামবাগ বাসি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। আরামবাগ জেলা চাই পরিষদের সদস্যরা বিকালে বিশাল ধন্যবাদ যাত্রা আরামবাগ শহর জুড়ে করেন। প্রসঙ্গত, আরামবাগ জেলা চাই পরিষদ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছেন আরামবাগের জেলা করার জন্য। তারা বিভিন্ন সময়ে পথসভা থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি দরজায় কড়া নেড়েছেন। অবশ্য রাজ্যের পালা বদলের পর বিজেপি সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন করে স্বাধীনতা পায়। এই পরিস্থিতিতে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তথা আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ থেকে শুরু করে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগারকে আরামবাগ জেলা চাই পরিষদ লিখিত ডেপুটেশন দেয়। আরামবাগ মহকুমার এই চার বিজেপি বিধায়ক বিধানসভা ভোটের আগে আরামবাগকে জেলা করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন তারা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এই বিষয়টি নিয়ে তারা ভাবান এবং অবশেষে রাজ্য বাজেটে আরামবাগকে জেলা করার ঘোষণা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ জেলা চাই পরিষদের অন্যতম সদস্য সন্দীপ ব্যানার্জি বলেন, ‘আজ অসাধারণ আনন্দ হচ্ছে। ১৬ থেকে ১৭ বছর ধরে আরামবাগকে জেলা করার জন্য আমরা দাবি দিয়ে জানিয়ে আসছি। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন। তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি যারা এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে পৌঁছেছিলেন সেইসব আরামবাগের চার বিজেপি বিধায়ককে ধন্যবাদ জানাই। এইজন্য আমরা আরামবাগ জুড়ে ধন্যবাদ যাত্রা শুরু করেছি।’ রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত বলেন, ‘এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আরামবাগ জেলা চাই দাবির জন্ম থেকে আমরা আছি। তাই আমাদের আনন্দের সীমা নেই।’ আরামবাগ জেলা চাই পরিষদের অন্যতম সদস্য রাকেশ মালিক বলেন, ‘প্রথম বাজেটেই আরামবাগকে জেলা করার ঘোষণা করায়, এটা বাড়তি পাওনা আমাদের কাছে। এইজন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।’ সবমিলিশে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এদিন এক উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

বাজেটে বসিরহাট নতুন জেলা ঘোষণা হতেই লাড্ডু বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বহু বছরের আকাঙ্খা পূরণ হতে চলেছে। সোমবার রাজ্য বাজেটে বসিরহাটকে আলাদা জেলা ঘোষণা করতেই আনন্দে মাতলেন বসিরহাটবাসী। আনন্দে বিলি হলো লাড্ডু। গত ১৫ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বসিরহাটকে আলাদা জেলা করার জন্য একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মানুষের মনে আশা তৈরি হলেও তৎকালীন সরকারের টালবাহানার জন্য বারবার আশাহত হয়েছিলেন বসিরহাটবাসী। অবশেষে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সীমান্ত মহকুমা বসিরহাটকে আলাদা জেলা করার জন্য বাজেটে ঘোষণা করলেন। একাধিকবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে ঘোষণা করলেও, বর্তমান সরকার সেই ঘোষণা সরকারি রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করায় বসিরহাট জেলা হওয়ার ব্যাপারে একেবারে সিলমোহর পড়লো বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে ২৪ পরগনা জেলা ভাগ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৈরি হয়েছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৫টি মহকুমার মধ্যে একটি ছিল বসিরহাট। নদীমাতৃক এলাকা, সুন্দরবন নিয়ে গঠিত এই মহকুমার মানুষদের দীর্ঘ বছরের দাবি ছিল বসিরহাটকে আলাদা জেলা ঘোষণা করে আরও বেশি উন্নয়ন করা। মমতা সরকারের সময় বসিরহাটকে আলাদা স্বাস্থ্য জেলা ও পরবর্তীতে পুলিশ জেলা ঘোষণা করলেও প্রশাসনিক জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে টালমাটাল বাহানা চলছিল। শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে অবশেষে তাদের প্রথম বাজেটেই সোমবার বসিরহাটকে আলাদা প্রশাসনিক জেলা তৈরি করার ঘোষণা করা হয়। আর এই ঘোষণা হতেই বসিরহাটের শহরাঞ্চল থেকে একদম প্রত্যন্তর সুন্দরবন লাগাওয়া এলাকার মানুষ খুশিতে মাতলো। সঙ্গে বিলি হল লাড্ডু।

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীন)
মদন গোপাল ঝাওয়ার (ব্যক্তিগত জামিনদাতা-মেসার্স বারগান্ডি লাইফ স্টাইল প্রা. লি.)
-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**মদন গোপাল ঝাওয়ার**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৩য় তল, ১২, কাশী নাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৩.	যে কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে তার নাম	মেসার্স বারগান্ডি লাইফ স্টাইল প্রা. লি.
৪.	নির্দেশ আবেদনের বিস্তারিত	**মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৮.০৬.২০২৬ তারিখ অর্ডার ইস্যু করা হয় সিপি (আইবি) নং ১৯১/কেবি/২০২৪ অর্ডার কপি গৃহীত হয়েছে ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে**
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	মীনা সুরেকা **আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-001/ IP-P01422/2018-2019/12163
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : ipmeenasureka@gmail.com**
৭.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ **প্রক্রিয়া ইমেল : pg.madangopaljhawar@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০৭.২০২৬
৯.	সম্পর্কিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	**https://ibbi.gov.in/home/downloads**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, **মদন গোপাল ঝাওয়ার (মেসার্স বার্গান্ডি লাইফ স্টাইল প্রা. লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা)**-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে এই আদেশটি পাস করা হয়েছে (মামলা নং C.P. (IB) No-191/KB/2024)। আদেশের প্রতিলিপি ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে।
মদন গোপাল ঝাওয়ার-এর পাওনাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন প্রমাণসহ তাঁদের দাবিগুলো ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ বা তার আগে ৭ নম্বর এন্ট্রিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ‘রেজোলিউশন প্রফেশনাল’-এর কাছে জমা দেন।
পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, সরাসরি (হাতে-হাতে), রেজিস্টার্ড পোস্ট, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি জমা দিতে পারবেন।
প্রমাণসহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি দাখিল করলে ‘ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬’ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।

মীনা সুরেকা
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬ আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01422/2018-2019/12163
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় XXI এর অংশ I এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৩৬৬ ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, মেসার্স রয়্যাল ইনফ্রা; একটি অংশীদারি সংস্থা; কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করার জন্য, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কলকাতার নিবন্ধকের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানিটির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ : লোহা ও ইস্পাতজাত পণ্য উৎপাদন।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানিটির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি প্রতিলিপি দক্ষিণ বাড়ি, রাজাপুর, উত্তর ঝাপড়দহ, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ-স্থিত কার্যালয়ে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং একই সাথে উক্ত ফার্মের নিবন্ধিত কার্যালয়েও তার একটি প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।

আবেদনকারীদের নাম(গুলি)
১. সাহিল কেডিয়া
২. অনিতা কেডিয়া
৩. সুষমা গোয়েল
তারিখ ২২.০৬.২০২৬

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীন)
শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা/ঋণগ্রহীতা
-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	১২, কাশী নাথ মল্লিক লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৩.	নির্দেশ আবেদনের বিস্তারিত	মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-শ্রীমতি সন্তোষ ঝাওয়ার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা- কর্পোরেট ডেটর (মেসার্স বারগান্ডি লাইফ-স্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড) এর বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া অনুমোদন করেছে, উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৮.০৬.২০২৬, সিপি (আইবি) ১৯৩/কেবি/২০২৪ মামলায়।
৪.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৮.০৬.২০২৬ (গৃহীত ১৯.০৬.২০২৬)
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	চন্দ্র কুমার জৈন আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00214/ 2017-18/ 10414
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : ckcacs@yahoo.co.in
৭.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : pg.santoshjhawar@yahoo.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.০৮.২০২৬
৯.	সম্পর্কিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে মেসার্স বার্গান্ডি লাইফ স্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার-এর ব্যক্তিগত ইনসভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।
শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার-এর পাওনাদারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ‘ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টার্স টু কর্পোরেট ডেটর্স) রেগুলেশনস, ২০১৯’-এর রেগুলেশন ৭(১)-এর অধীনে নির্ধারিত ‘ফর্ম বি’-তে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি পেশ করেন। এই দাবি ৭ নম্বর এন্ট্রিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ‘রেজোলিউশন প্রফেশনাল’-এর কাছে ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ বা তার আগে জমা দিতে হবে।
পাওনাদারদের প্রমাণ, দাবির বিশদ বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্যসহ তাঁদের দাবি ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বা/-
চন্দ্র কুমার জৈন
প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/104141
তারিখ : ২২.০৬.২০২৬ এএফএ বিস্তারিত : AA1/10414/02/300627/109066 ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ

TITAGARH

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, ভারত
ফোন : ৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, **ইমেল :** investors@titagarh.in **ওয়েবসাইট :** www.titagarh.in

নোটিশ
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ (“দি অ্যাক্ট”) এর ধারা ১২৪(৬) অনুযায়ী ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য]

এতদ্বারা টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড (“কোম্পানি”)-এর ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (“আইন”)-এর ধারা ১২৪(৬)-এর বিধানাবলি এবং ‘ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬’ (“বিধিমালা”)-এর বিধি ৬ যার মধ্যে সময়ে সময়ে কার্যকর হওয়া বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত; অনুযায়ী, যেসব শেয়ারের লভ্যাংশ টানা ৭ (সাত) বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেই শেয়ারগুলি কোম্পানিকে ‘ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড’ (“আইইপিএফ”) অথরিটির ডিমেট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে।
উল্লিখিত বিধানাবলি মেনে, যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির কাছে স্থানান্তরের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, কোম্পানি তাঁদের কাছে সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে। এই শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য;যেমন ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত শেয়ারের সংখ্যা;কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in**-এর ‘ইনভেস্টরস’ বিভাগে পাওয়া যাবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন আইইপিএফ বিধিমালায় উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তাঁদের অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশ বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ বা তার আগেই দাবি করেন। যদি উক্ত তারিখের মধ্যে লভ্যাংশ দাবি করা না হয়, তবে কোম্পানি আইইপিএফ বিধিমালার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার লক্ষ্যে এবং বিধিমালার নির্ধারিত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলো আইইপিএফ-এর অনুকূলে হস্তান্তর করবে। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন :
যদি আপনার শেয়ারগুলো ফিজিক্যাল আকারে থাকে : প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে এবং তা আইইপিএফ-এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হবে। ফলে, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটটি বাতিল এবং অ-হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হবে।
যদি আপনার শেয়ারগুলো ইলেকট্রনিক আকারে থাকে : আপনার ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলো আইইপিএফ-এর অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য কোম্পানি কর্পোরেট অ্যাকশন-এর মাধ্যমে ডিপোজিটরিকে অবহিত করবে।
অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এই ধরনের শেয়ার থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধা এবং লভ্যাংশও আইইপিএফ -এ জমা করা হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও জেনে রাখতে পারেন যে, আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত শেয়ার এবং দাবি না করা লভ্যাংশ; সেইসাথে ওই শেয়ার থেকে অর্জিত কোনো সুবিধা [illegible]
যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য শেয়ারহোল্ডাররা যোগাযোগ করতে পারেন মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট; ইউনিট : টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড; ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১; ফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮; ০৩৩-২২৪৩৫০২৯; ইমেল আইডি - **mdpldc@yahoo.com**

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা আদিত্য পুরোহিত
তারিখ : ২২.০৬.২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

ধৃত গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করে থানা থেকে বের করার সময় দফায় দফায় চলে ডিম থেরাপি, মারধর, জুতোর মালা হাতে বিক্ষোভ। সোমবার সকাল থেকে গাইঘাটা থানার সামনে তৃণমূল যুব নেতা নিরুপম রায়ের জন্য জুতোর মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মহিলারা। ডিম হাতে এক চড় মারার অপেক্ষায় অভিযোগকারী শ্রীকান্ত মল্লিক। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও বনগাঁ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নিরুপম রায়কে গাইঘাটা মানিক হীরার বাসিন্দা শ্রীকান্ত মল্লিকের গত ১৩ জুন অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ শ্রীকান্ত

মল্লিকের কাছে দু’লক্ষ টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন বাড়ি থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় নিরুপম রায় ও তার দলবল তার উপরে চড়াও হয় একটি ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ভোজালি দিয়ে কোপ মারে। তার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ছিড়ে দেয় এবং শ্রীকান্ত মল্লিক-এর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিল। চলতি মাসের ১৩ জুন শ্রীকান্ত মল্লিক গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের তদন্ত করে গত ১৯ জুন রিপোর্ট দেয় পুলিশ। পরবর্তীতে রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিরুপম গ্রেপ্তার হতেই এলাকার সাধারণ মানুষ জুতোর মালা হাতে থানার সামনে অপেক্ষা করছে। মহিলাদেরকে ধর্ষণ করবার হুমকি দিয়েছিল নিরুপম সেই অভিযোগ তুলে তারা থানার সামনে অপেক্ষা করছে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে জুতোর মালা পরাবেন বলে। অভিযোগকারী শ্রীকান্ত মল্লিক হাতে ডিম নিয়ে থানার সামনে নিরুপম রায়কে এক চড় মারার অপেক্ষায় ছিলেন। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়কে থানা থেকে কোর্টে পাঠানোর সময় থানার সামনে আসামির গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ জুতোর মালা ও ডিম ছোড়া হলো গাড়ির উদ্দেশ্যে। নিরুপম রায়কে হাতে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পরল অপেক্ষারত জনতা।

‘প্রেরণা’র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ও বিশ্ব সংগীত দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বিশ্বজুড়ে যখন যোগ দিবস উদযাপিত হচ্ছে তখন পিছিয়ে নেই সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম’। একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে যোগ দিবস পালন করলো স্বেচ্ছাসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনটি। বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সভাকক্ষে আর্ট অফ লিভিং এর সহযোগিতায় শরীর ও মন সুস্থ রাখার জন্য যোগ শিবিরে যোগ দেন সিউড়ি শহরের ২৫টি সাংস্কৃতিক দলের কর্ণধারেরা এদিন যোগ নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকীহলে বিশ্ব সংগীত দিবস উদযাপিত হয় মহাসমারোহে। রবীন্দ্র সংগীত নজরুল গীতি আধুনিক গান বাউল গানের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীত গুরু শান্তব্রত নন্দন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নিখিল বিহারী ঘোষ স্বাধীন ঘোষ সমাজসেবী সুনয়ন ভান্ডারী প্রমুখ। প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক মৃণালজিত গোস্বামী বলেন, ‘বিশ্ব সংগীত দিবস ও আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমরা সাংস্কৃতিক দলগুলিকে অংশগ্রহণ করিয়ে শরীর ও মনের মেলবন্ধন ঘটিয়াছি আমরা বোঝাতে চেয়েছি যোগ শুধু শরীর চর্চা নয়, এটি মানবতার মিলন সুস্বাস্থ্য ও শান্তির এক বিশ্বজনীন বার্তা।’

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))

HBL A/C NO.- 40982176864, INSTA TOP-UP A/C NO- 42607479413
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **১১.০৩.২০২৬** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক প্রামাণিক,** পিতা কমলেশ প্রামাণিক, ফরচুন হাইটস ব্লক - ১, ফেজ ২, ফ্ল্যাট নং ১১০৯, ১২তম তল, ১৬৮ কৃষ্ণনগর রোড, (এনএইচ ৩৪) পো - নোয়াপাড়া, থানা - দত্তপুকুর, কলকাতা - ৭০০১২৫ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৮৮,৩৯৯.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট ৪০৯৮২১৭৬৮৬৪ (এইচবিএল) + ২,০১,৫২৫.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট ৪২৬০৭৪৭৯৪১৩ (ইনস্টা টপ আপ) = মোট ২৭,৮৯,৯২৪.০০ টাকা (সাতাশ লাখ উননব্বই হাজার নশো চব্বিশ টাকা) ১১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **২৫,৮৮,৩৯৯.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট ৪০৯৮২১৭৬৮৬৪ (এইচবিএল) + ২,০১,৫২৫.০০ টাকা অ্যাকাউন্ট ৪২৬০৭৪৭৯৪১৩ (ইনস্টা টপ আপ) = মোট ২৭,৮৯,৯২৪.০০ টাকা (সাতাশ লাখ উননব্বই হাজার নশো চব্বিশ টাকা) ১১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মালিক : শ্রী কৌশিক প্রামাণিক, পিতা কমলেশ প্রামাণিক , ফরচুন হাইটস ব্লক -১, ফেজ -২, ফ্ল্যাট নং -১১০৯, ১২শতল, ১৬৮ কৃষ্ণ নগর রোড, (এনএইচ ৩৪), পো : নোয়াপাড়া, থানা : দত্তপুকুর, কলকাতা- ৭০০১২৫।
জমির শ্রেণি বাস্তু,(বসবাসের) পরিমাপ ৫৮৪.০০ ডেসিমেল, সমপরিমাপ ১৭ বিঘা, ১৩ কাঠা ৪৪ বর্গফুট কমবেশি , আরএস/এলআর দাগ নং : ১৫৭৬, ১৫৭৭, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮১, ১৫৮৯, ১৫৯০, ১৫৯১, ১৫৯২, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৯, ১৬০০,১৫৭৯/১৭৫১, ১৫৭৮/১৭৫২, ১৫৭৮/১৭৫৩, ১৬৬/১৭৫৪, ১৬০০/১৭৫৫, এবং ১৫৯৯/১৭৫৬, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ১৭৭২ কমবেশি মৌজা : ময়নাগড়ি, জেএল নং ৬, বর্তমানে সংখ্যায়িত ১৬৮, কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ ৩৪), পো : নোয়াপাড়া, থানা : বারাসত বর্তমানে দত্তপুকুর, কলকাতা- ৭০০১২৫, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **পূর্বে :** দাগ নং ১৭৬৩,১৬০২ এবং ১৭৭৫। **উত্তরে :** আরদেবাক রোড। **পশ্চিমে :** কৃষ্ণনগর রোড (এনএইচ ৩৪)। **দক্ষিণে :** দাগ নং ১৫৯৫, ১৫৯৮ এবং ১৭৫৬। বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১১০৯, ১২শতলে, বিল্ট আপ এরিয়া ৬৩৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৩৭ বর্গফুট , কমবেশি, ব্লক নাম : ১, অংশ ক্লাস্টার বিল্ডিং ফেজ ২ প্রকল্পের নাম ফরচুন হাইটস।
দলিল নং : **আই৫৫৫২/২২**

তারিখ - ২০.০৬.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Bhattanagar Consumers’ Co-operative Stores Ltd.
Address- 60, Bhattanagar, P.O-Bhattanagar, P.S- Liluah, Dist – Howrah, Pin-711203
Registration no. 71, dated 24.02.1964

NOTICE FOR SPECIAL GENERAL MEETING

In pursuance of Memo No 680 -II 6/12 dated 17.06.26 of the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Howrah Range, all the members (as per Final Voter list published on 16.12.25) are hereby notified that a Special General Meeting of the Bhattanagar Consumers’ Co-operative Stores Ltd. will be held on **19/07/2026(Sunday) at the Bhattanagar Kulakamini Vidyamandir at 10:30 a.m.** for the purpose of Election to the Board of Directors of the Society.
All the members (as per Final Voter list published on 16.12.25) are requested to participate in the said Special General Meeting and to elect the Board of Directors of the Society as per provisions of the West Bengal Co-operative Societies Act,2006,West Bengal Co-operative Societies Rules,2011 and West Bengal Co-operative Election Commission Regulations,2012,as amended thereof.
Schedule and rules & regulations pertaining to the said Election are appended herein below, as part of this Notice, under the signature of the Assistant Returning Officers.
Agendum:-Election to the Board of Directors.

Sd/-
(Mausumi Biswas)
Inspector of Co-operative Societies(H/Q)
Howrah Range
23/06/26
Bhattanagar, Liluah, Howrah.

নির্বাচন নির্ঘন্ট (SCHEDULE FOR ELECTION)
Number of Directors to be elected: 12 out of which 2(two) seats are reserved for women and 1(one) seat for SC/ST.

ক্র. নং (Sl. No.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	স্থান (Place)	সময় (Time)	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/ পদ (Name/ Post of the assigned person)
১) 1.	Distribution of nomination papers (মনোনয়ন পত্রপেশ)	29.06.2026 & 30.06.2026	# Society’s Office	12:00 p.m- 04:00 p.m.	A.R.Os
২) 2.	Filing of nomination papers (মনোনয়ন পত্রপেশ)	29.06.2026 & 30.06.2026	# Society’s Office	12:00 p.m- 04:00 p.m.	A.R.Os
৩) 3.	Scrutiny of nomination papers (মনোনয়ন পত্রপরীক্ষা)	02.07.2026	# Society’s Office	12:00 p.m- 04:00 p.m.	A.R.Os
৪) 4.	Publication of list of Valid Nomination (বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ)	02.07.2026	# Society’s Office	After the scrutiny is over	A.R.Os
৫) 5.	Last date of withdrawal of Candidature (প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ)	03.07.2026	# Society’s Office	Upto 03:00 p.m.	A.R.Os
৬) 6.	Publication of final list of valid Candidates’ after withdrawal (প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রাথীদের তালিকা প্রকাশ)	03.07.2026	# Society’s Office	After 03:00 p.m.	A.R.Os
৭) 7.	Distribution of symbols (if required) (প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বিতরণ)	04.07.2026	# Society’s Office	12:00 p.m.	A.R.Os
৮)8.	Date, Time & Place of Poll (if required) (ভোটগ্রহনের জন্য স্থান, তারিখ, সময়)	19.07.206	Bhattanagr Kulakamini VidyaMandir, Bhattanagar	11:00 a.m.- 03:00 p.m.	Polling Officers
৯) 9.	Counting of Votes (ভোট গননা)	19.07.206	Bhattanagr Kulakamini VidyaMandir, Bhattanagar	After polling	Polling Officers
১০) 10.	Declaration of Result (ফল ঘোষণা)	19.07.206	Bhattanagr Kulakamini VidyaMandir, Bhattanagar Society’s Office	After Counting	A.R.Os

Date:23/06/26
Bhattanagar, Liluah, Howrah.
Sd/- (Raju Ghosh) Asstt. Returning Officer
Sd/- (Kousik Malik) Asstt. Returning Officer
Sd/- (Makhlesur Rahaman) Asstt. Returning Officer

1. This election will be conducted as per WBCS Act 2006, WBCS Rule 2011 and CEC regulations ,WB
2. The election will be conducted on the basis of the final voter list published by the Returning Officer , Bhattanagar Consumers Co-operative Society ltd on 16.12.25 as per the solemn order by the Hon’ble high Court, Calcutta in reference to MAT 2136 of 2025 with CAN 1 of 2025 with CAN 2 of 2025 and MAT 2146 of 2025 with CAN 1 of 2025.(the list will be available at the notice board of the society)
3. পরিচালক নির্বাচন এর জন্য পরিচালক নির্বাচিত হবার যোগ্যতা থাকতে হবে। অনুরূপ ভাবে Disqualification বা অযোগ্যতার শর্তাবলীও পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন: U/S 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8) of W.B.C.S Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]
Society’s Office- address- 60, Bhattanagar, P.O- Bhattnagar , P.S- LiluahDist – Howrah, Pin- 711203

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র / Bank of Maharashtra
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস : কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ৯০৮৮১০৭৩৬২
ইমেল : **dzmkolkata@mahabank.co.in**
দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
১. **মেসার্স সূর্য্য ফ্যাশন (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতি রুমকি মুহুরি (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা) এবং শ্রী দেবদাস মুহুরি (জামিনদাতা)** **শাখা : এমজি রোড**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এক বাণিজ্যিক সম্পত্তি পরিমাপ ৭৭ বর্গফুট দোকান ঘর নং ৭৮, একতলায় , হোল্ডিং নং ৫১/৭৪, দীনেন ভট্টাচার্য সরণি, থানা : রিষড়া, জেলা হুগলি, পিন - ৭১২২৫০, সম্পত্তি শ্রী দেবদাস মুহুরি এবং শ্রীমতি রুমকি মুহুরি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** দোকান নং ৭৮এ। **পূর্বে :** দোকান নং ৮২এ। **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	ক) ২৬.০২.২০২৬ খ) ২০.০৬.২০২৬ গ) **২১,১৭,৯৩৯ টাকা** (একুশ লাখ সতের হাজার নশো উনচল্লিশ টাকা) ২৬.০২.২০২৬ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ, পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ প্রযোজ্য হারে
২. **শ্রী রুমকি মুহুরি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী দেবদাস মুহুরি (সহ ঋণগ্রহীতা)** **শাখা : এমজি রোড**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১০২ পরিমাপ ৮১৭ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ২য়তলে ভবনের হোল্ডিং নং ১৭, নীলমণি মল্লিক লেন, থানা এবং জেলা : হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১৯, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির প্রস্তাবিত চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ নীলমণি মল্লিক লেন। **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া নীলমণি মল্লিক লেন। **পূর্বে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** ১৮ ডবসন লেন।	ক) ২৬.০২.২০২৬ খ) ২০.০৬.২০২৬ গ) **১৮,৩৭,৪৫৮ টাকা** (আঠার লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার চারশ আটান্ন টাকা) দাবি নোটিশ তারিখ ২১.০২.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
৩. **শ্রীমতি সাদিয়া পারভিন (ঋণগ্রহীতা) শ্রী আবদুস সামাদ (সহ ঋণগ্রহীতা)** **শাখা : বেহালা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২বি, ঠিকানা পূর্ব উত্তর পশ্চিম দিকে, ৩য়তলে, সম্পত্তি আবদুস সামাদ এর নামে পরিমাপ আনুমানিক ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনতলা বসবাসের ভবন নাম রাজদীপ অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় দলিল নং ৩৫৬/১৯৯৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, তারিখ ২৯.০১.১৯৯৬, অনুযায়ী নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি ওয়ার্ড নং ১২৪, মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩,দাগ নং ১৫০৭ এবং ১৫০৮, খতিয়ান নং ৯৩৪, ৯৩৫, এবং ৯৩৬, প্রেমিসেস নং ৮, চণ্ডীচরণ ঘোষ রোড, অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮, পো : বড়িশা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০০৮। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে:** মীরা চ্যাটার্জির জমি এবং ভবন। **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া নিকাশি/ অন্যান্যর ভবন। **দক্ষিণে :** পুরসভা নিকাশি/ বহুতল ভবন (আদৃজা অ্যাপার্টমেন্ট)।	ক) ০২.০১.২০২৬ খ) ১৯.০৬.২০২৬ গ) **১৬,৬৬,৫৩৯ টাকা** (ষোলো লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা) দাবি নোটিশ তারিখ ০২.০১.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২২.০৬.২০২৬, স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র’এর পক্ষে, চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

বাজেটে মালদার পরিত্যক্ত বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে মালদার পরিত্যক্ত বিমানবন্দরকে আধুনিকীকরণ করার ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো সোমবারের বাজেট অধিবেশনে মালদার বিমানবন্দরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা। একই সঙ্গে বালুরঘাট এবং পুরুলিয়ার বিমানবন্দর কেউ নতুনভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা এদিনের বাজেট বৈঠকে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বন্ধ হয়ে থাকা মালদার বিমানবন্দরটি চালু হলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রসার ঘটবে বলেও দাবি করেছেন ব্যবসায়ী মহল থেকে একাংশ সাধারণ মানুষেরা।

উল্লেখ্য, মালদা উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা হওয়া সত্ত্বেও এতদিন বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। নতুন বিমানবন্দর চালু হলে পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে বলে মনে করছেন জেলার মানুষ। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও তৈরি হবে। মালদা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, উত্তরবঙ্গের করিডর হিসেবে মালদা দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। একদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড রাজ্য, অন্যদিকে শিলিগুড়ি এবং উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ রাজ্য মালদার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এছাড়াও মালদায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রও রয়েছে। পর্যটন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই জেলায় বিমান পরিষেবার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। মালদার ইংরেজবাজারের বাগবাড়ি এলাকায় যে বিমানবন্দরটি রয়েছে সেটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। এই বিমানবন্দরটি সংস্কারের জন্য বাজেট অধিবেশনে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এটা খুশির খবর। এদিকে এই দিনের বাজেট অধিবেশনে মালদার গঙ্গার ভাঙন নিয়ে কোনও প্রস্তাব না নেওয়ায় রীতিমতো হতাশ হয়েছেন মানিকচক, ভূতনি এবং বৈষ্ণবনগর এলাকার ভাঙন পীড়িত বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকটাই আশাবাদী ছিলাম যে ভাঙন মোকাবিলার সমাধানের জন্য বাজেটেই নতুন কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করা হবে। কারণ, প্রতিবছর বর্ষার মরশুমে মূলত ভুতনি এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার গঙ্গার তীরবর্তী অসংখ্য গ্রাম ভাঙনের মুখে পড়ছে। কয়েক হাজার মানুষ ভিটে মাটি হারিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে গঙ্গার ভাঙন মোকাবিলার কাজ করা হবে এটা অনেক আগেই মোদি সরকার ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ভুতনিতে গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তার কোনও কারণ নেই।' অন্যদিকে মালদায় দীর্ঘদিন পরেই কালিয়াচকে মহিলা কলেজ গড়ে তোলার ঘোষণায় রীতিমতো খুশির মহল তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, কালিয়াচক ১,২ এবং ৩ ব্লক রয়েছে। কয়েক হাজার ছাত্রীদের অন্যান্য ব্লকের কলেজের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। রাজ্য সরকার কালিয়াচকে মহিলা কলেজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিয়েছে সত্যি এটা প্রশংসনীয়। মালদা কলেজের অধ্যাপক পীযূষ কান্তি সাহা বলেন, 'রাজ্য বাজেটে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। কালিয়াচকের মহিলা কলেজের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, যেটা এবারের বাজেট অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা সর্বস্তরের মানুষের কাছে খুশির খবর।'

বাজেটে বালুরঘাট বিমানবন্দর আধুনিকীকরণের ঘোষণা

খুশির হাওয়া দক্ষিণ দিনাজপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। রাজ্য বাজেটে বালুরঘাট বিমানবন্দরকে অত্যাধুনিক মানের পরিকাঠামো দিয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট, আর সেই বাজেটেই জেলার এই লাইফলাইনটির উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের বিষয়টি স্থান পাওয়ায় জেলাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কার্যত অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল বালুরঘাট বিমানবন্দর। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই বিমানবন্দরটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে রাজ্যের রাজধানী-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যোগাযোগ আরও সহজ, সুলভ ও দ্রুত হবে। যাতায়াতের পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও এই বিমানবন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর একটি প্রান্তিক জেলা হওয়ায় এখানকার বাসিন্দাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রায়শই বাইরে যেতে হয়। বিমানবন্দরটি চালু হলে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে বা দেশের অন্যত্র এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে। বাজেটের এই ঘোষণাকে

স্বাগত জানিয়ে বালুরঘাট শহরে দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক আনন্দ উৎসবে শামিল হন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। বাজেট প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই প্রথম আমরা এমন একটি বাজেট উপহার পেলাম, যেখানে সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির জন্য এখানে যে ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা বিগত কোনো বাজেটে আমরা দেখতে পাইনি। এটি সম্পূর্ণ একটি উন্নয়নমুখী বাজেট।' স্বরূপ চৌধুরী আরও যোগ করেন, 'এই বাজেটে যেমন কৃষকদের জন্য একাধিক যোজনার বরাদ্দ রয়েছে, তেমনই শ্রমিক, যুবক ও মহিলাদের সুরক্ষায় নানাবিধ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বালুরঘাট বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি এখানে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং আত্রেই নদীর ভাঙন রোধে সংস্কারের বিষয়টিও এই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পী ও কুশমণ্ডির পাটশিল্পকে কেন্দ্র করে টেক্সটাইল হাব গড়ে তোলার যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা জেলার অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দেবে।' উল্লেখ, এর আগে বালুরঘাট বিমানবন্দরে একাধিকবার হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করা হলেও বিভিন্ন জটিলতায় তা বারবার বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে কোনও উড়ান না থাকায় বিমানবন্দরটি কার্যত অচল ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। অবশেষে চলতি বাজেটে বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সেই অচলাবস্থা কাটানোর পথে একটি বড় পদক্ষেপ। এই ঘোষণায় জেলাবাসীর মধ্যে নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলের নজর শুধুই এই প্রকল্পের দ্রুত কাজ শুরু ও বাস্তবায়নের দিকে।

নেপচুন কারখানায় বিনা নোটিসে ৩১ জন শ্রমিককে বহিষ্কারে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সরপি: হঠাৎ করেই বিনা নোটিসে ৩১ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বহিষ্কার করার অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সরপি এলাকায় অবস্থিত নেপচুন নামে একটি ইস্পাত কারখানায়। দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত শ্রমিকদের আকস্মিক ছাঁটাইয়ের ঘটনায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার। কাজে পুনর্বহালের দাবিতে সোমবার কারখানার গেটের সামনে পরিবার পরিজনকে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন বহিষ্কৃত শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবং বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিনই তাঁদের বিনা কারণে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বহিষ্কৃত শ্রমিক অজয় বাউড়ি ও সুভাষ রুইদাসদের অভিযোগ, কোনও পূর্ব নোটিশ বা কারণ দর্শানো ছাড়াই তাঁদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে। তাঁরা জানান, কেউই সক্রিয়ভাবে কোনও

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। তবুও হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে তাঁদের মনে। শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে সিপিআই (এম)-এর শ্রমিক সংগঠন সিটু। সিটুর নেতা রঞ্জিত মুখার্জির অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই গরিব শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারস্থ হয়েও শ্রমিকরা কোনও সুরাহা পাননি। এরপর তাঁরা আমাদের কাছে আসেন। তাই তাঁদের ন্যায্য দাবির আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছি।' সিটু নেতার হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। অন্যদিকে, এই বিষয়ে কারখানার মালিক হিমাংশু বানসালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গাজোলে আমবাগান থেকে ব্যবসায়ী দম্পতির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্জন আমবাগান থেকে এক ব্যবসায়ী দম্পতির দেহ উদ্ধার করলো গাজোল থানার পুলিশ। মৃত ওই দম্পতির বাড়ি মোথাবাড়ি থানার আমলিতলা এলাকায়। তাদের বাড়ি থেকে অন্তত ৫০ কিলোমিটার দূরে ওই ব্যবসায়ী দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনা জানাজানি হতে সোমবার সকাল থেকেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী দম্পতির বিরুদ্ধে তাদের এলাকার ১৩ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো ধরায় মামলা রুজু হয়েছিল। গত ছয় দিন ধরে পুলিশি ভয়ে ওই দম্পতি মোথাবাড়ি এলাকার নিজেদের বাড়ি ছেড়ে গাজোলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এরপরই এদিন সকালে ওই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পান্ডুয়া এলাকার নির্জন আমবাগান থেকেই ওই দম্পতির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহের কাছ থেকে দুটি বিষের শিশি উদ্ধার হয়েছে। মৃতের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। দু'জনেরই মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। যদিও এই ঘটনায় এদিন মেডিক্যাল কলেজের সামনে মৃতের আত্মীয়েরা থাকলেও তারা মুখে কুলো এটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পেলায় জমি জায়গার ব্যবসায়ী মৃত দম্পতির নাম মাইনুল শেখ (৫৮) এবং শাহিনা বিবি (৫৩)। তাদের বাড়ি আমলিতলা এলাকায়। ওই এলাকারই ১৩ বছর বয়সী এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে পৌঢ় মাইনুল বেশ কিছুদিন ধরে যৌন হেনস্থা করেছিল বলে অভিযোগ। এমনকি ওই ছাত্রীকে মুখ খুললে খুনেরও হুমকি দেওয়া হয়। প্রায় ১০ দিন ধরে ওই ছাত্রীর প্রতি এই অত্যাচারের ঘটনায় অভিযুক্ত মাইনুলের স্ত্রী শাহিনা সবকিছু জেনে বুঝেও সমর্থন করেছিল তার স্বামীকে। ওই ছাত্রী প্রতিবেশী হিসাবেই মাইনুলের বাড়িতে যাতায়াত ছিল।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, গত ১৫ জুন ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৬ জুন মোথাবাড়ি থানায় মাইনুল ও তার স্ত্রীর শাহিনা বিবির বিরুদ্ধে নাবালিকার যৌন নির্যাতন ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার বাবা। আর এতেই পকসো আইনে মামলা রুজু করে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। পুলিশের ভয়ে ওই দম্পতি প্রথমে গা-ঢাকা দেন। তারপর আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ।

ইউনিয়ন অফিস বিতর্কে বিজেপির অন্দরে প্রকাশ্য মতভেদ অন্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উখড়ায় মিনিবাস কর্মীদের ইউনিয়ন অফিস নিয়ে বিতর্ক ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হলো। রবিবার ইউনিয়ন অফিস পুনরুদ্ধারের দাবিতে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট পালন করেন মিনিবাস কর্মীরা। তাদের অভিযোগ ছিল, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্থানীয় কিছু বিজেপি নেতা ওই ইউনিয়ন অফিস দখল করে নেন। তবে এই অভিযোগের জবাবে অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীরাই সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেন। তাদের বক্তব্য, বাস কর্মীদের আন্দোলনের নেপথ্যে রয়েছেন বিজেপিরই এক বহিষ্কৃত নেতা। রানিগঞ্জ মণ্ডলের সভাপতি ইন্দ্রসেন রায় অভিযোগ করেন, জেলা বিজেপি নেতা ছোটন চক্রবর্তীর প্ররোচনাতেই এই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট জমিটি তারা বৈধভাবে জমির মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন এবং তার সমস্ত নথিপত্র তাদের কাছে রয়েছে। ফলে কোনও ইউনিয়ন অফিস দখলের প্রশ্নই ওঠে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন ছোটন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাস কর্মীদের আন্দোলনের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক

নেই বলেও তিনি দাবি করেন। তবে একইসঙ্গে ছোটন বাবু বলেন, যে অফিসটিকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটি দীর্ঘদিন ধরেই বাস কর্মীরা ইউনিয়ন অফিস হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়টি তিনি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নজরে এনেছেন বলেও জানান। অন্যদিকে, ইন্দ্রসেন রায় পুনরায় দাবি করেন, জমি ক্রয়ের সমস্ত বৈধ কাগজপত্র তাদের কাছে রয়েছে এবং কোনওভাবেই ইউনিয়ন অফিস দখল করা হয়নি। ফলে উখড়ার বাস কর্মী ইউনিয়ন অফিসকে ঘিরে শুরু হওয়া এই বিতর্ক এখন শুধু বাস কর্মীদের আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং বিজেপির অন্দরেও মতভেদের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে তুলছে।

বিজেপি সমর্থকের অভিনব প্রতিজ্ঞা

দিল্লি থেকে কালীঘাট পদব্রজে নীরজ পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) রাজনৈতিক সাফল্য কামনায় এক অভিনব প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন দিল্লির বাসিন্দা নীরজ পাণ্ডে। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, রাজ্যে বিজেপির সাফল্য না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পায়ে জুতো পড়বেন না। অবশেষে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হওয়ায়, দিল্লি থেকে কলকাতার কালীঘাট পর্যন্ত পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছেন এই বিজেপি সমর্থক। যাত্রাপথে বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে এসে পৌঁছালে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা তাঁকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা জানান, নীরজ ভাই দিল্লির কালী বিল্ডিং থেকে তাঁর পদযাত্রা শুরু করেছেন এবং সোমবার তাঁর যাত্রার ৪৬তম দিন। দীর্ঘদিন খালি পায়ে থাকার পর, এই রাজনৈতিক সাফল্যে খুশি হয়ে তিনি অবশেষে জুতো পরেছেন এবং কালীঘাট মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সেই যাওয়ার পথেই বিভিন্ন জায়গায় কোথাও কোথাও দাঁড়াচ্ছেন, একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন অথবা কোথাও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় সারছেন। সেই রকমই যাওয়ার পথেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বর্ধমানের জেলা বিজেপি কার্যালয়ে। সেখানেও জেলা কার্যালয়ে তাঁকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়। নিজের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গে নীরজ পাণ্ডে জানান, কয়েক বছর আগে আসানসোলের একটি ঘটনার পর তিনি ১৬ই ফেব্রুয়ারি মায়ের কাছে এই মানত করেছিলেন। তাঁর কথায়, 'যতদিন না বাংলায় দল এই জয় পাচ্ছে, ততদিন জুতো-চটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মায়ের আশীর্বাদে সেই জয় এসেছে, তাই এখন খুব ভালো লাগছে।' বর্ধমানের বিজেপি কর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সড়ক দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নানান বিধি নিষেধ এবং আইন লাগু করা হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কের ধারে বেআইনিভাবে কোথাও কোনও গাড়ি পার্কিং করতে পারবে না। কারণ রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং করে রাখার ফলে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তাই দুর্ঘটনা রোখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ পার্কিং রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পানাগড় বাইপাসে দিনরাত চলছে অবৈধ পার্কিং। যার কারণে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে এক বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ বাইক-সহ বাইক আরোহী রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। পরে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিশ পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম গোপাল বাগ, বয়স ৪১ বছর। দুর্গাপুরে আরা কালীগঞ্জের বাসিন্দা।

গ্রেপ্তার হাবড়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গ্রেপ্তার হলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা জ্যোতি চক্রবর্তী। সোমবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। রবিবার রাতে এলাকার কয়েকজনকে মারধর ও ক্লাবে দুর্নীতির অভিযোগে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া বিধানসভার বিড়া নারায়ণপুর এলাকায় একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী ওই ক্লাবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং সেটিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ক্লাবে গিয়ে আর্থিক হিসাব-নিকাশ জানতে চান। সেই সময় বচসা শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জ্যোতি

চক্রবর্তী হুমকি দেয় এবং মারধরও করে বলে অভিযোগ উঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, ফোন পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ জ্যোতি চক্রবর্তীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সমবার অভিযোগ পাওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রিজন ভ্যানে করে থানা থেকে বেরনোর পরই থানার প্রবেশ পথের মুখে যশোর রোডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এলাকার বাসিন্দারা। তারা প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করে ডিম ছরে, পাশাপাশি দেওয়া হয় চোর চোর স্লোগান। ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন বিচারক।

মসজিদের জমিতে তৃণমূলের কার্যালয়

দখল মুক্ত করে কমিটির হাতে ফেরাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মসজিদের জমির ওপর ছিল তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। সেই দলীয় কার্যালয়ের জমি ঈদগাহ কমিটির হাতে ফিরিয়ে দিল বিজেপি। এলাকায় যাতে উত্তেজনা না ছড়ায় তাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল কাঁকসা থানার পুলিশ। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সরকারি জমির ওপর থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকায় ঈদগাহ কমিটির জমির উপর তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। একাধিকবার জমি খালি করতে বলা হলেও সেই জমি

খালি হয়নি বলে বিজেপির অভিযোগ। সোমবার সকালে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা সেই দলীয় কার্যালয়ের ভেতর থেকে তৃণমূলের যাবতীয় জিনিসপত্র বের করে দেয়। দলীয় কার্যালয়ের ভেতর থেকে বেশ কিছু লাঠি উদ্ধার হয়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এই লাঠি দিয়ে বিজেপি কর্মীদের মারার ছক কড়েছিল তৃণমূল। সেই লাঠি উদ্ধার হচ্ছে। বিজেপির মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক পূর্ণ চন্দ্র গড়াই ও বুথ সভাপতি মহাদেব সরেন দাবি করেন, 'কোনও ধর্ম না দেখে আজ আমরা ঈদগাহ কমিটির জমি ঈদগাহ কমিটির হাতে ফিরিয়ে দিলাম। এতদিন ধরে তৃণমূল দখল করে রেখেছিল। যখন আমরা দলীয় কার্যালয়ের দরজা খুলে ভেতরে বহু লাঠি মজুদ ছিল। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ পুরো বিষয় খতিয়ে দেখ ছে।' মসজিদ কমিটির আব্দুল রশিদ বলেন, 'তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ছিল। আজ আমাদের জমি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিল বিজেপি। আমরা খুশি।'

রাজ্যের প্রথম বিজেপি বাজেটকে স্বাগত, দুর্গাপুরে মিষ্টিমুখ করালেন কর্মী-সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকারের পেশ করা বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে দুর্গাপুরে আনন্দ উদযাপন করলেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। নির্বাচনের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন এই বাজেটে দেখা গিয়েছে বলে দাবি দলের নেতৃত্বের। বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধি, আশা কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের এই ঘোষণার পর বিজেপি নেতৃত্ব বাজেটটিকে সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নমুখী বাজেট বলে অভিহিত করেছেন। সোমবার এই উপলক্ষে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এডিডিএ ভবনের সামনে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। বাজেটকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই বাজেটে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে। দুর্গাপুরে মেডিকেল হাব গড়ে তোলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর নির্মাণ এবং ভবিষ্যতে মেট্রো পরিষেবা চালুর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিল্পাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দলের কর্মী-সমর্থকদের মতে, এই বাজেট রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অম্বুবাচীকে বিশ্বের প্রথম আর্থ-ডে স্বীকৃতির দাবি পরিবেশবাদীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অম্বুবাচীকে বিশ্বের প্রথম আর্থ-ডে বা 'বসুন্ধরা দিবস' হিসাবে ঘোঘণার দাবি তুলে সোমবার সংকল্প দিবস পালন করল পরিবেশবাদী সংস্থা। তাদের বক্তব্য প্রতিবছর এক নির্দিষ্ট দিন ৭ আষাঢ় অম্বুবাচী পালন করা করা হয়।

এই সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সারা বিশ্বে একমাত্র অম্বুবাচীই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকাচার যেখানে পৃথিবীকে মা বলে মেনে পূজা ও উৎসব পালন করার রেওয়াজ রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে তারা এই দাবি করে আসছেন। রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, অম্বুবাচীকে বিশ্বের প্রথম ও প্রাচীন আর্থ ডে বা বসুন্ধরা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের বক্তব্য, অম্বুবাচী হিন্দু ধর্মের এক জনপ্রিয় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ লোকচার। হিন্দু শাস্ত্র মতে, পৃথিবীকে 'মা' বলা হয়। অম্বুবাচী কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে দিনটি পালনের অর্থ।

'অম্বু' মানে জল ও 'বাচী' মানে বৃদ্ধি।

অম্বুবাচীর অর্থ হল জলবৃদ্ধি। লোক বিশ্বাসে অম্বুবাচীর দিন থেকে কালবৈশাখী ও বর্ষা শুরু হয়। বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। বৃষ্টি জল ধরে রাখার প্রাচীন রেওয়াজ রয়েছে। বৃষ্টি জলে যাতে গাছ নষ্ট না হয় সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। অম্বুবাচীতে তুলসী ইত্যাদি গাছের গোড়া ভাল করে মাটি দিয়ে উঁচু করে দেওয়ার রেওয়াজও রয়েছে। সংগীতা বিশ্বাস ও ঝর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, যে বিশ্বে আর কোনও প্রাচীন লোকাচারে পৃথিবীকে 'মা' বলা, বৃষ্টির জল চাষের কাজে লাগানোর কথা বলা আছে বলে নজির নেই। সেদিক থেকে এই দিনটি প্রাচীন আর্থ ডে। তাদের বক্তব্য, লোক বিশ্বাসে, মা বা মেয়েরা প্রতি মাসে যেমন রজঃস্বলা হন তেমনি ধরিত্রী মাতা বছর ৭ আষাঢ় তিনদিন ঋতুমতী হন। লোকবিশ্বাসে যেমন ঋতুকাল কাটার পর সন্তান ধারণে সক্ষম হন নারী বা মায়েরা তেমন অম্বুবাচীর পরবর্তী কাল ফসল বা সবুজের পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়। এদিনটি সবুজ ও ফসলের ভাল সময়ের সূচনা। সেকারণে প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থাও অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাই অম্বুবাচীকে কৃষি ভিত্তিক অনুষ্ঠানও বলা হয়ে থাকে।

সেদিক থেকে ব্যতিক্রম লোকাচার অম্বুবাচী। এই সময়ে কোনও বিশেষ পুজো হয় না। মূলত কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিপত্তারিণী, শীতলা, চণ্ডীর মূর্তি কিংবা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই নিয়ম। শুধুমাত্র পৃথিবী মায়ের আরাধনা করা হয়। তাই এদিনটি প্রাচীন আর্থ-ডে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য একমাত্র কামাক্ষ্যা মন্দিরে অম্বুবাচীর সময়ে বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়।

কোচিং সেন্টারে আগুন, ঝলসে মৃত কমপক্ষে ১৪

লখনউ, ২২ জুন: লখনউয়ের একটি কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন। ঘটনায় কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সোমবার দুপুরে আচমকাই ওই বিল্ডিংয়ে আগুন ধরে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় ওই কোচিং সেন্টারে অনেক পড়ুয়া ছিলেন। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পড়ুয়াদের মধ্যে। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে কোচিং সেন্টারের দোতলা থেকে জানালা ভেঙে নীচে ঝাঁপ দেন। গুরুতর জখম আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কী ভাবে ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মানুষদের দ্রুত সরাতে শুরু করে পুলিশ। দমকলকর্মীরা প্রথমে বাইরে থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। আগুনের তীব্রতা এতটাই যে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকে। একে একে পড়ুয়াদের বাইরে বার করে আনেন দমকলকর্মীরা। ঘটনাস্থলে রয়েছে রাজ্য উদ্ধারকারী দল।

জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকায় রয়েছে ওই কোচিং সেন্টার। ওই কোচিং সেন্টারটি বিল্ডিংয়ের দোতলায়। নীচে পোষ্য জীবজন্তুর দোকান রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ারা দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েন। কয়েকটি ভিডিয়ো ছড়িয়েছে। সেই সব ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, ওই বিল্ডিংটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। অনেক পড়ুয়া দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে নেমে পালাচ্ছেন। একটি ভিডিয়োয় দেখা যায়, এক পড়ুয়া দোতলার ভাঙা জালনা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তার পরে কার্নিশে পা দেন। সেখান থেকে ঝুলে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু টাল সামলাতে পারেননি। নীচে পড়ে যান।

‘হরমুজ বন্ধ হলেই ইরান ধ্বংস করব’

ওয়াশিংটন, ২২ জুন: হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলেই ধ্বংস করব ইরান। সুইজারল্যান্ডে শান্তি বৈঠকের মাঝেই তেহরানকে ফের হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালটা তোপ দেগেছে ইরানও। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে তারা জানিয়েছে, শধচয়নে নজর দিন। আমেরিকার যে কোনও আগ্রাসনের জবাব দিতে প্রস্তুত ইরানের সশস্ত্র বাহিনী।

ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক চললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার তেহরানকে আক্রমণ করছেন। রবিবার লেবানন নিয়ে খামেনেইয়ের দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার ফের ট্রাম্পের হুমকির মুখে ইরান। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজে ইরান যদি কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে আমেরিকা ছেড়ে কথা বলবে না। দেশটিকে ধ্বংস করে ছাড়বে।’ ট্রাম্পের লাগাতার আক্রমণের

পালটা জবাব দিয়েছে তেহরানও। ইরানের প্রতিনিধি দলের সদস্য মহম্মদ বাঘের কলিবফ বলেন, ‘শধ চয়নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইরানের যে কোনও আগ্রাসনের জবাব দিতে প্রস্তুত তেহরান।’

উল্লেখ্য, পাকিস্তান এবং কাতারের মধ্যস্থতায় রবিবার সুইজারল্যান্ডে শান্তি বৈঠকে বসেছিল আমেরিকা এবং ইরান। পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ীভাবে শান্তি ফেরাতে কয়েকদিন আগেই একটি মউ স্বাক্ষর করেছে ইরান এবং আমেরিকা। কিন্তু সমঝোতাপত্রের ১৪ দফা শর্ত বাস্তবায়িত এবং পর্যালোচনা করতেই মুখোমুখি হয় দুই পক্ষ। কিন্তু বৈঠকটি কতটা ইতিবাচক, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, সূত্রের খবর, প্রথম ৮০ মিনিট সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয় আলোচনা। কিন্তু তারপর একটি বিরতি নেওয়া হয়। বিরতির পর ফের মুখোমুখি বসার কথা ছিল দু’পক্ষের। কিন্তু তার মাঝেই ট্রাম্পের হুমকির জেরে বৈঠক ছাড়েন ইরানি প্রতিনিধি দল।

কঙ্গোয় বাড়ছে ইবোলা, মৃত ২৫৪

কিনসাসা, ২২ জুন: সব মিলিয়ে একমাসের চেয়ে সামান্য কিছুটা বেশি সময়। তার মধ্যেই কঙ্গোয় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে ইবোলা। জানা গিয়েছে, সেদেশে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। শেষ পাওয়া তথ্যানুযায়ী, মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন ১০০৩। মৃতের সংখ্যা আড়াইশো পেরিয়ে এখন ২৫৪।

কঙ্গোর স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতুরি প্রদেশে প্রাদুর্ভাব ঘোষণার পর থেকে এপর্যন্ত মোট ১০০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে অন্তত ৩৫৫ জন রোগী হাসপাতালে বা আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিরল ‘বুন্দিবুগিও’ ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট এই ইবোলা প্রাদুর্ভাবের পর প্রথম মাসটিই ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

গত ১৫ মে প্রথমবার কঙ্গোয় ইবোলা সংক্রমণের কথা জানা গিয়েছিল। একমাসের সামান্য বেশি সময়ে সেখানকার ছবিটা ক্রমশ ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা, সংস্পর্শের শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার বিষয়টি আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি আফ্রিকার শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, তারাও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সক্রিয় সংক্রমণের অনুসন্ধান করার পাশাপাশি রোগের প্রাদুর্ভাবের দিকটিও দেখা হচ্ছে। ‘আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন’-এর প্রধান জঁ কাসেয়া বলেছেন, ‘সংক্রমণ না থামা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে সহায়তায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।’ উল্লেখ্য, এই ভাইরাসের কোনও টিকা বা চিকিৎসা নেই। কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে, এমন অনেক রোগী থাকতে পারেন যাঁদের বিষয়ে এখনও কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি। প্রাদুর্ভাবের চূড়ান্ত

অখিলেশের দলীয় অফিসে বুলডোজার অভিযান

লখনউ, ২২ জুন: সমাজবাদী পার্টির দলীয় দপ্তরে বুলডোজার অভিযান যোগী সরকারের। ২১ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে নির্মিত এই ভবনে সোমবার সকালে বুলডোজার অভিযান চালানো হয় পুরসভার তরফে। ৪টি বুলডোজারের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় গোটা ভবনটি। প্রশাসনের দাবি, ওই ভবন খালি করে দেওয়ার জন্য আগেই সরকারের তরফে নোটিস জারি করা হয়েছিল। সোমবার অভিযান চালাকালীন কোনওরকম অশান্তি রুখতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ২০০৫ সালের ১৫ জানুয়ারি তৎকালীন পুরপরিষদের সভাপতি রাধেশ্যাম জয়সওয়াল টাউন হল চত্বরে এই জমিটি সপার পার্টি অফিসের জন্য অবৈধভাবে বরাদ্দ করেছিলেন।

যার ভাড়া ছিল বার্ষিক ১০০ টাকা মাত্র। তবে সেই বরাদ্দ প্রক্রিয়া নিয়মবিরুদ্ধ হওয়ায় পুর পরিষদ এই বরাদ্দ বাতিল করে। এরপরও বেআইনিভাবে ওই সপা অফিসটি পরিচালিত হচ্ছিল। ৮ জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ১৫ দিনের মধ্যে দপ্তরটি খালি করার নির্দেশ দিয়ে একটি নোটিস জারি করে। নির্ধারিত সময়সীমার ২দিন আগেই অফিসটি খালি করে দেন সপার জেলা সভাপতি ছত্রপাল যাদব।

এরপরই সোমবার সকালে ওই সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে হাজির হয় ৪টি বুলডোজার। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় গোটা ভবন। পুরসভার শীর্ষ কর্তা সীমা সিং বলেন, দপ্তরটি খালি করার জন্য আগেই নোটিস জারি করা হয়েছিল আমাদের তরফে। ১৫ দিনের মধ্যে জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওখানে একটি রাজনৈতিক দলের অফিস ছিল। তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য হল ওই জমিটি মুক্ত করা এবং ওই অঞ্চলে একটি সরকারি কলেজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

ময়দান

স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি থেকে চাকরির প্রতিশ্রুতি! ক্রীড়ামহলকে খুশি করল বাজেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এটি তাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ছিল। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত দুপুরে বাজেট পেশ করেন। শিল্প, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নেও এই বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্যের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, এমন একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল বাংলা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং শিল্পের বিকাশ ঘটবে। সেই বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন বাজেটে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের অন্যতম বড় ঘোষণা হল ‘খেলো ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির সূচনা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও খেলাধুলার প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করতে এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুধু খেলাধুলা নয়, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে থ্রি-ডি অ্যানিমেশন কোর্স চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ক্রীড়া শিক্ষাকে আরও সংগঠিত ও পেশাদার পর্যায়ে নিয়ে যেতে একটি স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকবে। ফলে বাংলার খেলোয়াড়দের রাজ্যের মধ্যেই উন্নত মানের ক্রীড়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার পথ আরও সহজ হবে।উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি ইন্ডোর ও আউটডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে জেলা ও মহকুমা স্তরে খেলাধুলার সুযোগ অনেকটাই বাড়বে।

খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করতেও একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে। কোনও ক্লাব জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে তাদের এক কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বা জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জনকারী পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরির সুযোগ দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

শ্যামনগরের যুগের প্রতীক ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণসভায় কিংবদন্তি ফুটবল প্রশিক্ষক প্রয়াত মুরারী মোহন শূরকে শ্রদ্ধা জানালেন ক্লাবের সভাপতি ও এলাকার জনপ্রিয় বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁর অবদান স্মরণ করা হয়। শ্যামনগরের গর্ব মুরারী শূরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলেই।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০ / ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
QUOTATION NOTICE
Date Corrigendum notice against Quotation Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING E-QUOTATION No. - WBPWD/EE/BKPD/NIeQ-02/2026-27 Of Executive Engineer, P.W.D., Barrackpur Division for the work of Supplying of Security Personnel (without Arms) on purely temporary basis for guarding to the Office, Stack yard godown and entire campus of Barrackpur Division & Barrackpur Sub-Division – I, II & III at Gandhi Ghat Barrackpur during the year 2026-27. Bid Submission closing Date : 30.06.2026 Bid Submission Opening Date: 02.07.2026 Quotation ID: 2026_WBPWD_5013907_1 Intending quotationer are requested to visit the website http://wbpwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Barrackpur Division.
ICA- T10873(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WBSDB/EE/CED-II/NIT-02(e)/2026-27, Sl—01. CORRIGENDUM-1
It is hereby notified that the Bid Submission End Date & Technical Bid Opening Date of above mentioned Sl. No. of NIT as published have been changed due to non-receive of minimum nos. of bidder are as follows:- Particulars Changed Date &Time Bid submission End Date: 25.06.2026 at 15.00hrs. Technical Bid Opening Date 29.06.2026 at 11.00hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No.-II. Sundarban Development Board.
ICA- T10790(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 04/EE/D-III/W&S/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-III, GRWW, W & S Sector, KMDA, Bidhangarh, Kolkata-700066, from eligible and resourceful contactors with financial capability, for the work, Name of Work, Estimated Amount Put to Tender, Earnest Money, Time of Completion, Engagement of operators for Operation & Maintenance of Sluice Valves of 7 nos. ESR and 4 nos. Interconnection valve at Chakmir More, Shyampur more, Payester More & Subhas Uddyan More to regulate and monitoring the flow of water under Budge Budge Municipality for 365 days., Rs. 50,70,430/-, Rs.1,01,409/-, 365 days, End date & time for online Bid submission: 10.07.2026 at 18:15 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-154), www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in
ICA- T10791(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 03/SE(South)/SD/KMDA OF 2026-2027 (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, South Circle, SD Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, Gr. Floor, Block-A, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafied and experienced Firms/ Companies/Individual Contractors with financial capability, for the work, **Name of Work, Estimated Cost, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Improvement of local and storm water drain from Padmabill to Madrail Lane from CH 3570 to CH 7450, covering Sukanya and Madrail Zone in the Eastern side of Bhatpara Municipality., Rs.23,00,84,369/-, Rs.10,00,000/-, 90 days, **Last date & time of online Bid submission: 20.07.2026, Time 17.30 hrs.** for details contact the above office or visit both websites. www.kmda.wb.gov.in KMDA-162) www.wbtenders.gov.in.
ICA- T10793(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIT-23/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5015831_1: Name of Work: Special repair and renovation work of 02 (two) storied Main Building and Annex Building of Ministers Quarter at 62, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata-700017 during the year 2026-27-Special repairing of Electrical Installation work including replacement of defective fittings-SITC of Air-Conditioning machines; Bid Submission End Date: 09/07/2026 upto 11-00 a.m.; Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T10875(3)/2026

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Panchayat Samity Village + PO.: Sabdalpur, North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO: 1012/BGP-15thFC/26 Dated-23/06/2026 Tender ID: 2026_ZPHD_1029141_ (SL No 1 to 6)
Critical date
Bid Submission date- **24/06/2026**
Bib submission end date - **03/07/2026**
Bid Opening date - **06/07/2026**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Quotation Notice
Chakdaha Municipality invites Quotation vide **quotation no:- 02(2nd Call)/Elec.Materials/ C.M/2026-2027, Dt:-20-06-2026** for supplying electrical materials. For further information, please visit www.chakdahamunicipality.com
Sd/-
Executive officer
Chakdaha Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.(R).D., invites online tenders for two different roads as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT04/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015805_1/2. Bid Submission Start Date (Online): 23.06.2026 from 11.15 Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 01.07.2026 up to 13.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTAHSD/ PWRD.
ICA- T10832(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
Expression of Interest
01 no. EoI vide WBIW/EE/IPDS/ 02/2026–27 is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible, bonafide & resourceful Agencies for two years maintenance work of IT related infrastructure in different Offices of I&WD at Jalasampad Bhawan, Salt Lake. Details of the EoI may be downloaded from www.iwd.wb.gov.in and http://wbtenders.gov.in on and from 23/06/2026 after 16:00 Hrs. Last date of submission of bid is 09/07/2026 upto 14:30 Hrs. Sd/- Executive Engineer-I, IP Divn[South], I&WD.
ICA- T10807(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- “Construction of (G+2) storied 50 Bedded Critical Care Block at Barasat Government Medical College and Hospital, North 24 Parganas ----Dismantling and refixing fitting-fixtures including rectification & modification of miscellaneous ancillary electrical work in respect of ongoing Chiller A.C. ducting job.” NIT No: 18/T of 26-27 of AE/BESD, Tender Id: 2026_WBPWD_5015826_1. Bid Submission Start date (Online): 22.06.2026. Bid Submission Closing date (Online): 06.07.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T10877(1)/2026

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিচে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো: যোগ্য ঠিকাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে শুধুমাত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করার জন্য। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনো অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে পড়ুন। **টেন্ডার নোটিশ নম্বর: ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৬-২৭-রোডেন্ট; কাজের নাম:** সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোর ইওজি টাইপ এলএইচবি এসি কোচ, পাওয়ার ও প্যান্ট্রি কারের সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেট প্যানেলের এইচটি কম্পার্টমেন্টে ইঁদুরের প্রবেশ রোধ করার জন্য মাল্টি ডায়ামিটার হ্যালোজেন ফ্রি ইপিডিএম মডিউল সহ কেবল ট্রানজিট এন্ট্রি সিলিং ও ফুলপ্রুফ প্রোটেকশন সিস্টেম সরবরাহ ও ইনস্টলেশন; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪৫,৫৩,৯৪০.৬০; **ইএমডি /বিড সিকিউরিটি:** ₹ ৯১,১০০.০০; টেন্ডার নথির খরচ: শূন্য ; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৩/০৭/২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায়; টেন্ডার নোটিশ, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(PR-365)

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডবলু-II তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার (টু প্যাকেট সিস্টেম) আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. টিএন-১০৫-২৬-২৭; কাজের নামঃ** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (সদর)/শিয়ালদহ-এর আওতাধীন বিভিন্ন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১০,১১,৩২,১৮৯.১৩; **ইএমডিঃ** ₹ ২০,২২,৭০০.০০; **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়; ১. টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে বিডিং জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফারগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে। ২. ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুযায়ী, ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। ৩. **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ১৭.০৭.২০২৬** তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। SDAH-91/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online tender is invited by the undersigned for the work: “Construction of new G+3 Academic building in the campus of the Jnan Chandra Ghosh Polytechnic----SITC of Air Conditioning System..” Tender No: PWD/ Sr.SE/KEC/NIT02/26-27 ID No. 2026_WBPWD_5015794_1. Bid Submission Closing Date: 10.07.2026 at 12:00a.m. Website:etender.wb.nic.in For details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only on the said website. Sd/- S. Bhaduri. Sr. Superintending Engineer, PWD, Kolkata Elec. Circle.
ICA- T10845(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
TENDER NOTICE
e-NIT NO. WBIW/SDO/CISD/e-NIT-01/2026-27
e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for 02 (Two) nos. works under AE Fund. Last date &time of Bid Submission is on 30.06.2026 upto 14:00 Hrs. for Sl. 1 & 2. Details of tender Notice may be seen at https//wbtenders.gov.in or https//wbiwd.gov.in Sd/- Sub-Divisional Officer, Chinsurah Irrigation Sub-Division, Chinsurah, Hooghly.
ICA- T10808(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
A.E., Ranaghat Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. Ranaghat, Nadia invites online Tender for the worksof:-1. Repairing of Damaged Bituminous Road Surface (in patches) of Birnagar Aranghata Road from 3.00km to 3.70km under Ranaghat highway Sub-Division of Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Directorate in the district of Nadia during the year 2025-26. 2. Emergent Temporary patch Repair of severe Black top and Hard shoulder damaged stretches at PHE pipeline cutting Area due to prolonged unrestored condition from 6.490 km to 7.430 km RHS of NH-34 to Tarapur Balagarhghat Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia, during the year 2026-2027. 3. Repairing of Damaged Bituminous Road Surface (in patches) after Heavy Rain of NH-34 to Ravanberia via Pyradanga Rly. Stn. Road from 1.50km to 3.00km under Ranaghat highway Sub-Division of Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Directorate in the district of Nadia during the year 2026-27. 4. Rain damaged shoulder protection with Eucalyptus bullah piling, Sand bags and Jhama Metal from 2.850 km to 2.970 km of Dakshin Belepara to badkulla palpara Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia during the year 2026-2027. eN.I.T. No: -02 (Sl. No:-01 to 04) of 2026-2027. Sl. No:-01 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_1. Sl. No:-02 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_2. Sl. No:- 03 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_3. Sl. No:- 03 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_4. Bid Submission start date (online) :- 17-06-2026 from 11.00 Hours. Bid Submission closing date (online) :- 29-06-2026 upto 17.00 Hours Corrigendum if any will be published in the website only Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Subhojit Karmakar Assistant Engineer, Ranaghat Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T10837(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIEIRT No. 02/ASDI of 2026-27, AE. ASD-I, PWD. Name of Work – Shifting of office furnitures and documents of office of the Executive Engineer, Kolkata South Health Electrical Division at 75 D.H Road to any Govt. premises within 5.00 Km from 75 D. H. Road during 2026-27 (2nd Call). (Earnest Money 4300/-) Bid Submission end date 30.06.2026 upto 15:00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5015807_1. Details will be available from the website tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Alipore Sub-Division – I, PWD.
ICA- T10851(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation
2nd Corrigendum of eNIQ No. 03 of 2026-27 of ACE (Mech.), RBRI, P.W (Roads) Dte, dates extension for Sl. No. 5. Bid submission end date, Read as 03.07.2026 at 11:00 Hrs. in place of 22.06.2026 at 11:00 Hrs & Sl. No.6. Technical Bid opening date, Read as 06.07.2026 at 11:00 Hrs. in place of 24.06.2026 at 11:00 Hrs. vide Tender ID : 2026_WBPWD_5014354_1. Bid submission end date : 03.07.2026 at 11:00 Hrs. Sd /- ACE (Mech.), RBRI P. W(Roads) Dte.
ICA- T10853(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
TENDER NOTICE
e-NIT NO. WBIW/EE-II/LDID/e-NIT-02/2026-27
e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for1 (One) nos. Works under SDS/AE Fund. Last date & time of Bid Submission is on 07.07.2026 upto 14:00 Hrs. for Sl. 1. Details of tender Notice may be seen at https://wbtenders.gov.in or https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer-II, Lower Damodar Irrigation Division, Singur, Hooghly.
ICA- T10811(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ১৬.০৬.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের **হিন্দমোটর স্টেশন** এবং **সিঙ্গুর স্টেশনে** ০৩ বছরের জন্য সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-১৭-২০২৬; লট নং./ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ- এইচএমজেড-টিওআই-২৯-২৬-১; **স্টেশন** ঃ হিন্দমোটর (এইচএমজেড); **লট নং./ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিওআই-২১-২৫-১; **স্টেশন** ঃ সিঙ্গুর (এসআইইউ); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। HWH-167/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Directorate, Bongaon Sub- Division invites online e-tender for the work of WBPWD/AE/ BNGSD/NIeT-02/2026-2027. I) “Repair and renovation of Junior Engineer Quarter in the premises of Bongaon Sub-Division office campus under Barasat Division, P.W.D. Bongaon in the district of North 24 Parganas. Estimated Amount : Rs. 3,59,293.00,Tender ID : 2026_PWD_5015813_1. Bid Submission Start Date (Online) :25.06.2026 from 6.00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 03.07.2026 at 3.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Bongaon Sub - Division, P.W.Dte.
ICA- T10859(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
REPAIRING AND RENOVATION OF INTERIOR WALL, FLOOR, ACIDULATION PIT AND PUMP FOUNDATION OF ACIDULATION PLANT STAGE-1 AT KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5672, Dtd: 19/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3959/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **“Repairing and renovation of interior wall, floor, acidulation pit and pump foundation of Acidulation plant Stage-1 at KTPS.” Tender Document Download Start Date:** 30.06.26 at 11.00 AM., **Bid Submission End Date:** 18.07.26 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T10818(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

স্কুলে স্কুলে যোগ শিক্ষা চালু করা হলে, তা হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বড় পাওনা

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের তত্বাবধানে কোলকাতার রেড রোডে আগামীকাল (২১ জুন) ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠিত হবে। ৫০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে যোগ চর্চার নিদর্শন রয়েছে। ভারতই 'যোগ ' এর ধাত্রীভূমি। কিন্তু বিশ্বে সেভাবে যোগ-এর প্রচার এবং প্রসার ছিলো না। অথচ মানব জীবনের হিতকর একটি শরীর চর্চা প্রনালী হলো এই 'যোগ'। যোগ- এর মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। কিন্তু সেই যোগ প্রক্রিয়াকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবদান সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হবে। ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতিসংঘের ৬৯ তম অধিবেশনে, তার প্রথম ভাষনে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় যোগ-কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ায় জন্য একটিবক্তব্য রেখেছিলেন। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় রাখা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐতিহাসিক বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো - " Yoga is an invaluable gift of Indiaós ancient tradition. It embodies unity of mind and body– thought and action — restrain and fulfilment — harmony between man and nature — a holistic approach to heal and welléôébeing. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself– the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness– it can help in well being. Let us work towards adopting an International Yoga Day ".

রাষ্ট্রসংঘে তৎকালীন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অশোক কুমার মুখার্জি ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে প্রতি বছর ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করার কথা প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রস্তাব রেকর্ড সংখ্যক ১৭৭ টি প্রতিনিধি দেশের ভোটে গৃহীত হয়েছিল। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের ২১ জুন তারিখ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়ে আসছে। রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পাওয়ার পর ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয় দিল্লির রাজপথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে। ৮৪ টি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সহ ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রেকর্ড সংখ্যক ৩৫,৯৮৫ জন অংশগ্রহণ করেছিলো।

বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইচ্ছায় কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক কোলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এবছর প্রথম কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারেও এই যোগ দিবসের নেতৃত্ব দেবেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্দেশ্য পশ্চিম বঙ্গকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা।

যোগ ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। ভারতে যোগ এর ইতিহাস প্রায় ৫,০০০ বছরেরও পুরনো। ভারতবর্ষে যোগ-এর ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও এখনো সাধারণ মানুষ যোগ সম্বন্ধে আশ্চর্যরকম উদাসীন । অথচ যোগ শুধু নিছক ব্যায়াম নয়। যোগ হলো আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। যোগ দৈহিক ও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটায়। বৃদ্ধি পায় শারীরিক সক্ষমতা।

ছোটো থেকে যে অভ্যাস একবার রপ্ত করানো যায়, তা সারাজীবন মানুষ ধরে রাখে। তাই কিশোর বয়সে যদি স্কুলে স্কুলে যোগ ব্যায়াম করানো হয়, তবে একজন শিশুর দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে। তারজন্য প্রতিটি স্কুলে একজন করে উপযুক্ত ডিগ্রি এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা যোগ শিক্ষক নিয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। শুধু সারা বছরে একদিন সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের কোনো গড়িমা বা সার্থকতা নেই। বর্তমানে সমাজের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে, যোগ শিক্ষা এবং যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে সেই অবক্ষয় থেকে বেরিয়ে আসবে সমাজ। তবেই হবে যোগ দিবস পালনের সার্থকতা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে যোগ দিবসে ঘোষণা করেছিলেন দেশের সব স্কুল, কলেজে যোগ শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে। কিন্তু বিজেপি শাসিত সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত স্কুলগুলিতে চালু করা হলেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার তা গ্রহণ করে নি। ছাত্র ছাত্রীদের যোগ শিক্ষার আওতায় না এনে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছিলো পূর্বতন তৃনমুল সরকার । ফলে রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এবছর পশ্চিম বঙ্গে বিজেপি পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দলটি একটি আদর্শ নিয়ে পরিচালিত হয়। তাই আশা করবো, নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রীকে স্কুল কলেজে যোগ শিক্ষা আবশ্যিক করারজন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে ছাত্র ছাত্রীদের যোগ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনে শিশুর যে দৈহিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে, তাতে একদিকে যেমন ছাত্র ছাত্রীরা সুস্বাস্থের অধিকারী হবে, অন্যদিকে ছাত্র ছাত্রীদের মেধারও বিকাশ ঘটবে।

সালাহর হাত ধরে ৯২ বছরের অপেক্ষার অবসান মিশরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে মোহাম্মদ সালাহর অর্জনের শেষ নেই। কিন্তু দেশের জার্সিতে তাঁকে ঘিরে দুটি বড় আক্ষেপ ছিল মিসরীয়দের। একটি এখনও রয়ে গেছে;তাঁর নেতৃত্বে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জেতা হয়নি। অন্য আক্ষেপটি আজ মুছে গেল। সালাহর হাত ধরেই বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম জয়ের দেখা পেল মিসর।

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে 'জি' গ্রুপের খেলায় মিসর ৩-১ গোলে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন সালাহ ও মোস্তাফা জিকো। তবে ৮৩ মিনিটে মাঠ ছাড়ার আগপর্যন্ত মিসরের আক্রমণের প্রাণভোমরা ছিলেন সালাহ-ই। সর্বোচ্চ পাঁচটি

শট, প্রতিপক্ষের বক্সে সর্বোচ্চ ১৩ বার বল স্পর্শ এবং সর্বোচ্চ পাঁচটি সুযোগ তৈরি করেন ৩৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। এবারের আগে ১৯৩৪, ১৯৯০ ও ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেছিল মিসর। তিন আসরে সাত ম্যাচ এবং এবার গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের বিপক্ষে জিততে পারেনি দলটি। ৯২ বছর ধরে চলা অপেক্ষার পর অবশেষে বিশ্বকাপের মঞ্চে জয়ের হাসি হাসল মিসর। আক্ষেপ ঘুচল নবম চেষ্টায়। তবে শুরুটা মোটেও সুখকর ছিল না মিসরের জন্য। ম্যাচের ১৫ মিনিটে টিম পেইনের কর্নার থেকে ফিন সারম্যানের হেডে এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। পিছিয়ে পড়ার পরও আক্রমণ থামায়নি মিসর। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইমাম আশুর ও সালাহ সুযোগ পেলেও সমতায় ফিরতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। ৫৮ মিনিটে মোহাম্মদ হানির ক্রস থেকে হেডে সমতা ফেরান মোস্তাফা জিকো। এই গোলের পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে মিসর। ৯ মিনিট পরই দলকে এগিয়ে দেন সালাহ। দ্রুত পাল্টা আক্রমণে জিকোর সঙ্গে ওয়ান-টু পাস খেলে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে বল জালে জড়ান তিনি। বিশ্বকাপে এটি ছিল মিসরের হয়ে সালাহর তৃতীয় গোল। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেশের ইতিহাসে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে গেছেন। এর আগে আবদেল ফাওজির ছিল দুটি গোল। ৮২ মিনিটে সালাহর কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডে গোল করে মিসরের জয় প্রায় নিশ্চিত করে দেন বদলি হিসেবে নামা ত্রেজেগে। যোগ করা সময়ে জিজো চতুর্থ গোলের দারুণ সুযোগ নষ্ট করলেও তাতে মিসরের উৎসবে ভাটা পড়েনি। প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করা মিসর দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'জি' গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে। অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে ইরানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করা নিউজিল্যান্ড দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে গ্রুপের তলানিতে। বিশ্বকাপের প্রথম জয়ের সঙ্গে নকআউট পর্বে ওঠার পথও অনেকটাই পরিষ্কার করে ফেলেছে সালাহর মিসর।

বিস্ময়ের অপর নাম কেপ ভার্দে, টের পেল এবার উরুগুয়েও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে কত অবিশ্বাস্য সব গল্পের জন্ম হয়! কেপ ভার্দে সেসব গল্পের মধ্য সাম্প্রতিকতম। পাঁচ লাখের একটু বেশি জনসংখ্যার আফ্রিকান দেশটি বিশ্বকাপে এবার খেলার সুযোগ পেয়েই ইতিহাস গড়েছে। জনসংখ্যা বিচারে বিশ্বকাপের ইতিহাসে তারা তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। বিশ্বকাপে এবারই প্রথম খেলছে। সবাই হয়তো ভেবেছিলেন, কেপ ভার্দের জন্য বিশ্বকাপে অংশগ্রহণই হবে সবচেয়ে বড় উৎসবের বিষয়। ভুল! কেপ ভার্দের নীল ও সাদা জার্সির আস্তিনে যে এত চমক লুকিয়ে ছিল, তা জানত কে! বিশ্বকাপে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন তাদের জালে গোল করতে পারেনি। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র করে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপ অভিষেকে প্রথম পয়েন্টও তুলে নিয়েছিল কেপ ভার্দে। তখন হয়তো অনেকে ব্যাপারটাকে 'ফ্লুক' বলেই মনে করেছিলেন। ভুল। অন্তত মায়ামি স্টেডিয়ামে আজ যা ঘটল, তা দেখে এমন দাবি করাই যায়। কেপ ভার্দে ২,২ গোলে আটকে দিয়েছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকেও! সেটাও কী অবিশ্বাস্যভাবে;২১ মিনিটে সরাসরি ফ্রি,কিক থেকে গোলে কেপ ভার্দেই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। উরুগুয়ে প্রথমার্ধের শেষ দিকে সমতায় ফেরার পর সেই অর্ধের যোগ করা সময়ে এগিয়েও যায়। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৯তম দক্ষিণ আমেরিকান পরাশক্তির সঙ্গে ৪৯ ধাপ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা কেপ ভার্দে আবারও সবাইকে অবাক করে দিয়ে সমতায় ফেরে ৬১ মিনিটে। উরুগুয়ে এরপর প্রাণান্ত চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি। উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি কেপ ভার্দে যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে জিতেছে, সেটা দুটি পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার;২টি গোল হজম করলেও তাদের ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ভোজিনিয়াকে বড় কোনো পরীক্ষা দিতে হয়নি। কিন্তু উরুগুয়ের ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ফার্নান্দো মুসলেরাকে দুটি ভালো সেভ করতে হয়। ফেদে ভালভের্দে, রদ্রিগো বেনতাঙ্কুরদের নিয়ে গড়া উরুগুয়ে আক্রমণভাগ ১৭টি শট নিয়ে কেপ ভার্দের পোস্টে মাত্র ২টি শট রাখতে পারে। আর কেপ ভার্দে যে তাদের বিপক্ষে ১২টি শট নিতে পেরেছে, সেটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেখানে ৪টি শট পোস্টে রাখা তো অভাবনীয়! ২১ মিনিটে ৩২ মিটার দূর থেকে সরাসরি মাটিঘেঁষা ফ্রি,কিকে কেপ ভার্দের কেভিন পিনা যে গোলটি করেন, সেটাতেও জড়িয়ে ইতিহাস। বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম গোল আর সেই গোলেই কিনা পিছিয়ে পড়ল উরুগুয়ের মতো দল! আর সেই গোলটিও এমন যে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে দূরপাল্লার গোল। শুধু তা,ই নয়, উরুগুয়ে বিশ্বকাপে এর আগে কখনোই সরাসরি ফ্রি,কিক থেকে গোল হজম করেনি। কেপ ভার্দের বিপক্ষে খেলাই যেখানে দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিধর দলটির জন্য নতুন অভিজ্ঞতা, সেখানে অমন কিছু তো সেই নতুনের মধ্যে আরও নতুন কিন্তু তেতো অভিজ্ঞতা!

ইরানের প্রতিরক্ষা-দুর্গে পয়েন্ট হারাল ১০ জনের বেলজিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন:কাগজে-কলমে ইরানকে 'আন্ডারডগ' বলা কঠিন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের অবস্থান ২২তম, যা আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে এবং মেহাম্মদ সালাহর মিসরের চেয়েও ওপরে। তবে প্রতিকূলতা বিবেচনা করলে এবার বিশ্বকাপে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত দল ইরান। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে স্বাগতিক দেশগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা এবং সংঘাতের প্রভাব তাদের বিশ্বকাপ অভিযানে শঙ্কার ছায়া ফেলে।

ফলে ইরানের মাঠের ফুটবলের চেয়ে রাজনীতিই বেশি আলোচনায় এসেছে। কিন্তু সেই ইরান জবাবটা যেন মাঠেই দিয়ে দিল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে দুবার পিছিয়ে পড়েও ২,২ গোলে ড্র করার পর আজ লস

অ্যাঞ্জেলেসে রুখে দিয়েছে শক্তিশালী বেলজিয়ামকেও। ইরানের অসাধারণ রক্ষণ,দুর্গের কল্যাণে ম্যাচটি শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে।

কয়েক দিন আগে যুদ্ধের ময়দানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে কড়া জবাব দেওয়া ইরান, সেই একই স্পিরিট যেন খেলার মাঠেও ফিরিয়ে এনেছে। অন্তত আজ বেলজিয়ামের বিপক্ষে রক্ষণে ইরানের যে পারফরম্যান্স, তাতে এমন কথাই মনে হয়। সর্বস্ব নিংড়ে জাল অক্ষত রেখেছে ইরানের রক্ষণ এবং গোলকিপার।

যেখানে গোলরক্ষক আলীরেজা বেইরানভান্দ একাই ৭টি সেভ করেছেন। কোনো কোনো সেভ ছিল স্রেফ অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে ৬০ মিনিটে বেলজিয়ামের যে প্রচেষ্টা ইরানের গোলকিপার রুখে দেন, সেটাকে চলতি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সেরা সেভ বলা হচ্ছে। ম্যাচে অবশ্য বেলজিয়াম হারতেও পারত।

বিশেষ করে ৬৬ মিনিটে ডিফেন্ডার নাথান এনগয় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর ১০ জনের দলে পরিণত হয় বেলজিয়াম। এ সময় কয়েকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ইরান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা পায়নি।

দুই অর্ধে বেলজিয়ামের হয়ে দারুণ দুটি সেভ করেন গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নেওয়া ফ্রি,কিকে প্রথমার্ধে বেলজিয়ামের বিপক্ষে দারুণ এক গোল করেছিল ইরান। কিন্তু অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সেই গোল।

'জি' গ্রুপে এখনো কোনো দল জয়ের মুখ দেখেনি। বেলজিয়াম ও ইরান নিজেদের দুটি ম্যাচ ড্র করে ২ পয়েন্ট করে পেয়েছে। মিসর ও নিউজিল্যান্ড একটি ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১ পয়েন্ট করে। ইরান গ্রুপের শীর্ষে, দুইয়ে বেলজিয়াম। তিনে নিউজিল্যান্ড ও চারে মিসর।

সৌদিকে ৪ গোল দিয়ে স্পেন বুঝিয়ে দিল, তারা কেন বিশ্বকাপের ফেভারিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে দুর্বল কেপ ভার্দের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র। ইউরোপের চ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপে এমন হতাশার শুরু অবিশ্বাস্য লাগছিল। প্রত্যাশার যে পর্বতসম চাপ স্পেনের কাঁধে, তার জবাব দিতে একটা জাদুকরি রাতের প্রয়োজন ছিল। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে সৌদি আরবের বিপক্ষে ঠিক সেটাই উপহার দিল 'লা রোজা'রা। ৪ গোলের উৎসব আর মাঠজুড়ে ছড়ানো মায়াজালে স্পেন যেন জানান দিল;তারা শুধু খেলতেই আসেনি, এসেছে বিশ্ব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে।

ম্যাচের শুরুতেই রক্ষণাত্মক খোলসে ঢুকে পড়েছিল সৌদি আরব। অতিমাত্রায় পিছিয়ে এসে ৫-৪-১ ফরমেশনের যে 'লো ব্লক' তারা তৈরি করেছিল, তা আদতে কোনো ঢাল হতে পারেনি।

উল্টো স্প্যানিশ মাঝমাঠের শিল্পীদের যেন আমন্ত্রণ জানাল ফাঁকা জায়গা খুঁজে নেওয়ার। সেই ফাঁক গলে ম্যাচের প্রথম ২৪ মিনিটেই ৩ গোল খেয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় ২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমকে দেওয়া দেশটি।

ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ১০ মিনিট। বাঁ প্রান্ত ধরে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে গেলেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। রক্ষণ ভেঙে বক্সে বাড়ালেন এক আমন্ত্রণমূলক নিচু ক্রস। আর সেখানে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে বল জালে জড়ালেন স্প্যানিশ ফুটবলের বিস্ময়বালক লামিনে ইয়ামাল। বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম গোল, হয়তো এক নতুন গল্পের শুরুও।

২১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্পেন। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল দানি ওলমোর ফ্লিকে চলে যায় ছয় গজ বক্সে। সৌদি ডিফেন্ডারদের ক্লিয়ার করতে না পারার খামখেয়ালিপনার মাঝে মাথা ছুঁইয়ে বলের দিক বদলে দেন এমেরিক লাপোর্ত। সেখান থেকে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়ান ওইয়ারসাবাল।

তিন মিনিট পর স্কোরলাইন ৩-০! এবার মার্ক কুকুরেয়ার বুক দিয়ে নামানো ক্রস দানি ওলমো বাড়িয়ে দেন হেডে। আর নিখুঁত শটে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন ওইয়ারসাবাল। প্রথমার্ধের প্রথম তিনটি গোলেই সরাসরি জড়িয়ে থাকল রিয়াল সোসিয়েদাদ স্ট্রাইকারের নাম। ৩৬ মিনিটে তো তাঁর বাঁ পায়ের বাঁকানো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে না এলে হ্যাটট্রিকটাই হয়ে যেত! পুরো ম্যাচে সৌদি আরব নিজেদের প্রথম অন-টার্গেট শটটি নিতে পেরেছে ৮০ মিনিটের পর। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলের দখল আর ছন্দের যে মেলবন্ধন স্পেন দেখাল, তাতে একটি বিষয় নিশ্চিত। কেপ ভার্দের বিপক্ষে স্রেফ একটা বাজে দিন কেটেছে তাদের। 'এইচ' গ্রুপের শীর্ষে ওঠা এই স্পেন সত্যিই বিশ্বকাপের বড় দাবিদার।